

EYE OF CREATIVES 01



PUBLISHED BY
SHOW THE CREATIVITY

JUNE | 2020



SHOW THE CREATIVITY

শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি - সবার জন্য একটি উন্মত্ত প্লাটফর্ম

সোশাল মিডিয়া তো আমরা সবাই ব্যাবহার করি। কিন্তু এর বিকল্প ব্যাবহার কিংবা নিজের সৃজনশীল কাজ গুলোকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য কতজন ইঁ বা ব্যাবহার করি?

সোশাল মিডিয়ার আরো কার্যকরী এবং আরো নিজের উপকারী করে ব্যাবহার করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে “শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি” নামে এই অর্গানাইজেশনটি।

শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি Show The Creativity এমন একটি অনলাইন প্লাটফর্ম যেখানে যে কেউ তার সৃজনশীল কাজগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরতে পারে। এটি এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে আপনি যেমন আপনার সৃজনশীল কাজগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরতে পারবেন, ঠিক তেমনি আপনার যেকোন কাজের প্রয়োজনে আপনিও পছন্দমত খুঁজে নিতে পারবেন একজন সৃজনশীল ব্যক্তিকে।

এতে করে আপনার যেমন একজন দক্ষ কর্মী খুঁজে পাবার সন্তান্বনা রয়েছে, তেমনি সন্তান্বনা রয়েছে আপনিও ভালো কোনো জায়গায় পৌঁছে যাবার।

সাধারণত আমরা আমাদের ফেইসবুক প্রোফাইল টিকে শুধুমাত্র নিজেদের ছবি আপলোড বা বিভিন্ন পোষ্ট বা চেক ইন দিতেই চলে যায়। আবার অনেকেই দেখা যায় নিজেদের সৃজনশীল কিছু কাজ যেমন ড্রাইং, ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, কবিতা, লিখা এগুলো শেয়ার করে থাকি। কিন্তু আমাদের প্রোফাইলে সবার কাছে আমাদের সেই কাজগুলো পৌঁছনো হয়না। আবার এমন কোনো প্লাটফর্ম ও নেই যেখানে গিয়ে আমাদের সেই কাজগুলোকে কেউ গিয়ে সেটি দেখতে পারবে।

শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি গ্রুপ এবং পেইজটিতে যুক্ত রয়েছেন এমন হাজারো সৃজনশীল কর্মীরা। ফলে যে কেউ এই প্লাটফর্ম টিতে যুক্ত হয়ে এখানে তার কাজ শেয়ার করার মাধ্যমে তার কাজগুলো দেখাতে পারে হাজার হাজার ফেইসবুক ইউজারকে।

২০১৮ সালের জুলাই মাসের ২৯ তারিখ থেকে যাত্রা শুরু করা এই অর্গানাইজেশনটির মাত্র এই কয় মাসে ফেইসবুক গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ২৬ হাজারেরও বেশি।

ফেইসবুকে অনেক বড় বড় পেইজ, গ্রুপ রয়েছে কিন্তু তাদের কাছে অনেক অনুরোধ করেও দেখা যায় তারা আমাদের ক্রিয়েটিভ কাজগুলো আপলোড করতে চায় না। কিন্তু এই প্লাটফর্মে যে কেউ তার ক্রিয়েটিভ কাজগুলো হাজার হাজার মানুষের কাছে দেখাতে পারছেন।

যে কেউ এই গ্রুপে এড হতে চাইলে ফেইসবুকে সার্চ অপশন টিতে গিয়ে “Show The Creativity” লিখে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন একটি পেইজ এবং একটি গ্রুপ। অথবা, facebook.com>Show.The.Creativity এই লিংকে গেলেই পেয়ে যাবেন অফিসিয়াল পেইজ। পেইজটিতে লাইক দিয়ে গ্রুপে জয়েন করলেই যে কেউ তার সৃজনশীল কাজ গুলোকে এই প্লাটফর্ম টিতে শেয়ার করতে পারবেন।

শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি এখন শুধু অনলাইনেই নয়, কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও।

শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যাবহার, ফেইসবুকের যথাযথ ব্যাবহার ও এর উপকারী ও অপকারী দিক, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল করতে, এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন কার্যকরী দিক নিয়ে সচেতনতা ও দিক নির্দেশনা মূলক বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ চালিয়ে যাচ্ছে শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি।

এর মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজে শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি তাদের এসব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন প্রোগ্রামের একটিভেশন করানো, অন্যান্য অর্গানাইজেশন গুলোর সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক প্রোগ্রাম, সেমিনার এবং অনেকান্নাত করেছে শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি।

দেশের সর্বত্র ফেইসবুকের এই বিকল্প ব্যাবহার এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে শো দ্য ক্রিয়েটিভিটি।



প্রতিষ্ঠাতার বার্তা

ধরুন আপনি একটি সৃজনশীল কাজ করলেন, কাজটি শেষ করার পর সর্বপ্রথম আমাদের অনেকের মাথায় যে ব্যাপারটি আসে সেটি হলো কিভাবে আমাদের এই কাজ হাজারো মানুষকে দেখাতে পারি। নিজের ফেসবুক ওয়ালে বা স্টোরি তে দিয়ে দেই, কখনো বা ভাগ্যচক্রে ভাইরাল হলে তা হয়ত বড় একটি গ্রহণযোগ্যতা পায়। অনেকে নিজের কাজগুলো উপস্থাপন করতে পারেন না তালো কোনো প্লাটফর্মে। তাই সৃজনশীল এসব মানুষদেরকে একটি প্লাটফর্ম করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় আমাদের এই ফেসবুক গ্রুপ। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সংখ্যা। ধীরে ধীরে কেবল ভার্চুয়াল লাইফেই নয়, মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করি আমরা। বাড়তে থাকে সদস্য সংখ্যা, বাড়তে থাকে কার্যক্রম। সকলের সহযোগীতায় এখন দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় রয়েছে আমাদের সদস্য। আজ বিশাল এক পরিবার।

এই প্লাটফর্ম আপনাদের জন্যেই তৈরি করা। আপনারাই পারেন এই গ্রুপকে কাজে লাগাতে। ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া কেবল টাইম কাটানোর জন্যে না, একে কাজে লাগানো যায় অনেক ভাল কিছু ক্ষেত্রে, শো দ্যা ক্রিয়েটিভিটি তার ই একটি উদাহরণ। প্রতিদিন অসংখ্য পোস্ট আসে আমাদের গ্রুপে। অসংখ্য মানুষ সেসব দেখে, অসংখ্য সৃজনশীল মানুষের দেখা মেলে আমাদের প্লাটফর্মে।

দেশের প্রতিভা গুলোকে আমরা তুলে আনতে পারলে তাদেরকে এক সময় কাজেও লাগানো যাবে ক্ষেত্র বিশেষে। কিন্তু আমরা যদি তুলেই আনতে না পারি, তবে কাজে লাগাবো কিভাবে? আশা রাখছি সেই অভিবটাই পূরন করবে আমাদের এই প্লাটফর্ম।

ধন্যবাদ আমাদের অগ্রযাত্রায় সাথে থাকবার জন্যে।

- আর কে সোহান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী
শো দ্যা ক্রিয়েটিভিটি

স্পন্সর



LIGHTHOUSE SCHOOL

আপনার মান সম্মত কোর্স বা কোনো ভিডিও টিউটোরিয়াল
শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌছে দিতে আপনিও
হতে পারেন আমাদের একজন গর্বিত শিক্ষক।

Contact us: 01947686268

Drop your CV to : lighthouseschool247@gmail.com

একাদশ ও দ্বাদশ^ম শ্রেণির নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে

III বিজ্ঞান বিভাগ | ব্যবসায় শিক্ষা শাখা | মানবিক শাখা



VERTEX

e d u c a r e

PEC, JSC | SSC রিভিশন প্রোগ্রামে ভর্তি চলছে...



42/9 (2nd Floor), Zigatola Notun Rasta, Dhanmondi, Dhaka



01710- 407191, 01676-326006

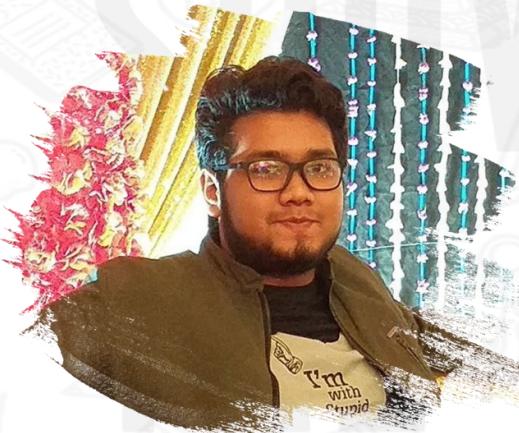
সম্পাদনা পরিষদ



সম্পাদক

আর কে সোহান

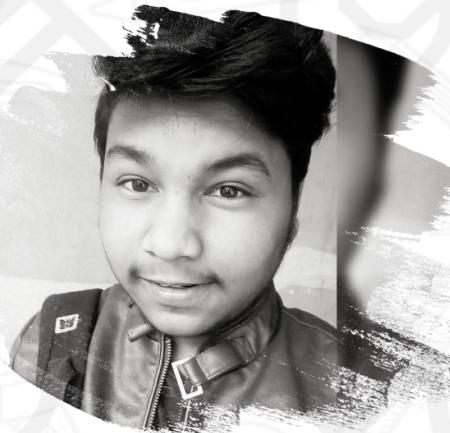
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)



ডিজাইনার

শাফিন সরকার আকাশ

বাংলাদেশ সুইভেন পলিটেকনিক ইন্সিটিউট, রাঙামাটি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডি আই ইউ)



সমন্বয়ক

মোঃ মাহফুজুর রহমান



সমন্বয়ক

মিয়াদুল ইসলাম

কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর

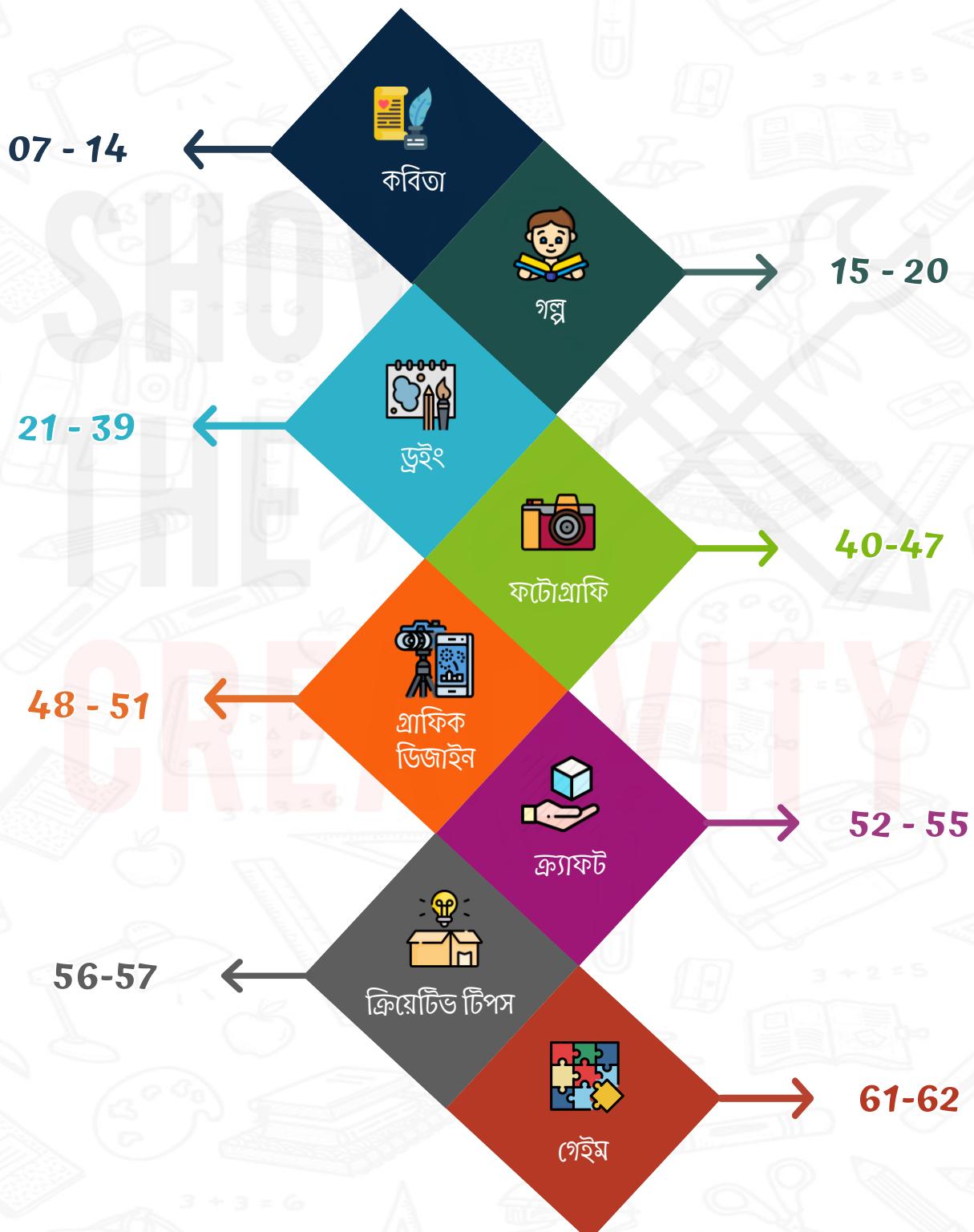


ব্যবস্থাপক

মো. নাইম হোসেন মুল্লা

সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি

মূর্চিপত্র



কবিতা

আমার বেজোড় আঙিনায় তল্লাশি

নূর-এ-মেহজাবিন

fb/Nur A Mehzabin

আর্মি ইনসিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন,
সাভার

আমার বেজোড় আঙিনায় তল্লাশি
চোখে কালো চশমা, পকেটে দিয়াশলাই
হাতের মুঠোয় ধূসর রাতের ছাই
পোঁড়া ছাই, যার গন্ধে ফাঁকা ঘরের আভাস।
বাড়ির দোতলায় কাক ডাকতো সময় করে
তিন দিন
সেদিনও কড়কড়ে রোদে তার দেখা
মিলেছিলো
অথচ পরদিন ভোরেই শুরু হলো
মড়মড়ে লুকোনো শব্দশ্রোতের কান্না।
তল্লাশী!
এইতো সেই শব্দময় চিৎকার।
আঁতকে উঠে দেখি, এ চিৎকার মনের
ভেতরকার।
এ চিৎকার, আদুরে আলোর মাঝে খামচে ধরা
ভয়
এ ভয় কারো আঙিনার ভেতরের অন্ধকার।
সাত দিন বাদে ছাড়া পাবো ভেবে ঘর ছাড়া
আমি
আজ পথিক কেবল ভোরে ভোরে ঘুরি
সন্ধ্যায় এক জলন্ত আগুনের ধোয়া ছেড়ে দি
শান্ত সব যে শান্ত!
শান্তির প্রজ্ঞালন হয় নাটকীয়তায়
কিন্তু—
সাত দিনের নিষ্ঠুর তল্লাশী কি শেষ হয়েছে
রে?
এ অবাক অভিমানও করে বিচার
খুঁজে না পেয়ে তার
এসে যায় বিদ্যায় বেলার হার
বেজোড়ে বেজোড়ে যত যন্ত্রণা
কুড়িয়ে নেয় মাটির আর্তচিৎকার।

An Unimaginable Attraction

Raiyan Rashid Mayel

FB/Rayan Mayel

Barishal Cadet College

One day, while passing through the streams,
Watching you, I was lost in the realm of dreams
You never let me feel like a lonely fly;
You never let me flee like a trapped bird -
in the cage while set free in the vast sky!!
Unfortunately, you were snatched away
like
a nightmare from me;
I never thought that I ever would be able
to see
What I always wanted to be!
There were many ups and downs in our
love
That was looking like the love story of a
couple
of distant dove;
Yet I can recall, if my mind went off- You
would have been blown that with a puff!!
Our love was full of such sort of attraction,
And everyone thought
our comeback beyond imagination;
You are still alive in the core of my heart
Without you, all my memories may get
blurred;
You were the vigour of my mind
that always blew within me like a gentle
wind
Your face kept my memories alive;
that was beyond any archive
I condole that I have lost you by distance
but
I still do rejoice that our mind annex
is able to win that distance; You should
know "A journey of thousand miles,
only begins with a single step"
But it can easily get away by a simple
mistake
Before my very adieu;
I would like to declare that,
this innocent love is dedicated to you.

যোদ্ধা

রাফি মাহমুদ

fb/Ráfi Mähmûd

খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

দুরঃ দুর্গম পথ
কানে ভেসে আসা অশ্বতর ডাকে কেঁপে
ওঠে তিব্বত
সূর্য দমন করিছে আধাৰ বেশ বহু-ক্ষণ
আগে
তারপর যত গুমোট আধাৰ ঘনিছে প্ৰবল
রাগে
নিঃসংশয় মেঘেৰ ছাউনি জুড়ায়ে আকাশ
ভৱে
তাৰার আলোৱা হারায়ে বাজাৰ গুমড়ে
আজিকে মৱে
এদিকে জমিন ভয়াৰ্ত শব্দে কেঁপে ওঠে
বাৰ বাৰ
বিজলি-নিনাদ আৱ চমকানি ঘাত হানে
দুৰ্বাৰ
সব সমীৱণ বন্দী দশায় তোলে দীৰ্ঘশ্বাস
অস্থিৰ তবু সৃষ্টিৱা রাখে ঈশ্বৰে আশ্বাস
এৱই মাৰো ভাসে অদূৰ বনেতে
রক্ষিত্বেৰ ডাক
ভয়াল ভীষণ প্ৰাণীৰ কঠে হিংস্র ক্ষুধাৰ
হাঁক
জমাট হাওয়ায় ঝড়েৰ গন্ধ, হানবে
যেকোনো ক্ষণে
তাৰৎ প্ৰকৃতি কাঁপে শক্ষায়, ডাকে খোদা
মনে মনে
তবু এ চৰাই, এত প্ৰতিকূল জাল ছিড়ে
একে একে
নামে-বেশে কোনো অচেনা যোদ্ধা চলে
ৱৰ্ণকথা এঁকে
যোদ্ধা চলিছে সমৱ-সাজেতে কালো
অশ্বেৰ ‘পৱে
আধাৰেৰ কালো আপনে নিয়েছে সেই
কালো প্ৰাণ ভৱে

টগবগে যত রক্তেৰ স্নোত যোদ্ধাৰ শিৱে বয়
ঠিক যেনো তাঁৰ কালো সওয়াৱিৱ খুড়ে মাটি
টকৰায়
ৱন্দশ্বাস বক্ষেতে তাঁৰ যুদ্ধ দামামা বাজে
তঙ্গ ঘামেৰ উল্লাস স্নোত কপালে তাঁহার সাজে
ৱাত্ৰি ভয়াল, অনতি দূৰেতে ডাকছে বিপদ-শনি
প্ৰকৃতিৰ তাৱে রঞ্খবে বলেই তুলিয়াছে ঝোড়ো
ফণী
কিন্তু এ বীৱ থামতে না জানে, নাহি চেনে পৱাজয়
সংকল্পেৰ দৃঢ় ইস্পাত ডৱে নাহি হয় ক্ষয়
সেই যে কবেতে কিশোৱ বয়সে ছাড়ি বোন-বাপ-
মায়ে
সৈনিক বনে গিয়াছিল রণে প্ৰবল প্ৰতিজ্ঞায়
গিয়াছিলো ছুটে খুব অস্ফুটে মিষ্টি প্ৰণয়ী ছেড়ে
শেষ চুমু যাৱ পণ দিয়াছিলো, "আসিও কিন্তু
ফিৰে"
সাদাম আৱ জৰুৱাৰ, সেই বাল্য দোসৱ দল
শেষবাৱ বুকে জড়ায়ে কাদিল, ছিল না তো তাহা
খল
আজো মনে পৱে বিদায় বেলাৰ ক্ৰন্দসী সেই মা
"ও পোড়া মানিক রক্ত বিলাতে যাস্ না রে যাস্
না"
তবু ভেঞে সব যমতা বাধন বীৱ ছাড়ে নীড় হায়
মায়াৱ বাঁধন ডিঙিয়ে যে আসে সে কি কভু হেৱে
যায়
তাৱপৰ কত তৱৰারি-ঢাল-তীৱ-ধনুকেৰ গান
বীৱ যোদ্ধাটি লড়িছে ভীষণ হাতে রেখে শুধু প্ৰাণ
দুঃসহ কত দিন-ক্ষণ এসে কৱেছিল তাৱে কাৰু
বিদায়ী স্মৃতিৰ তীৱেতে যোদ্ধা উঠে দাঁড়ায়েছে
তবু
আজ শেষ-মেষ রণে জিতে বেশ আসিল ফেৱাৱ
দিন
সাতটা বছৰ অপেক্ষমান, শোধাবে তাৰেৰ খণ
তাই তো যোদ্ধা দুদ্বাৰ বেগে ধেয়ে চলে
কালৱাতে
ঝড়-বিপদেৰ দূৰ্গ মাড়িয়ে উত্তাল পদাঘাতে

বৃষ্টি ও প্রাণ্তি

রাতুল বসাক

fb/Sree Ratul Basak

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, আকাশ কালো।
আমি বৃষ্টিতে থামতে চাই
ভিজতে চাই মন খুলে
তব পাছে বুঝি??
যদি অসুখ বাঁধিয়ে বসি!

হোক না অসুখ,
তরুও আমি বৃষ্টিতে থামতে চাই, দেখতে চাই
কঢ়শ ফুট উপরের ঝরে পরা কান্না।
মন যেন শান্ত হলো।
অন্যের কান্নায় যেন নিজের শান্তি নিহিত।

কি সুন্দর মাটি ভিজে গেছে!
মাটি ভেজার সুবাস যেন মন কাড়িয়ে নিচ্ছে।
অনেকদিন পর পেলাম এই গন্ধ, ছাড়তে চাই
না।
সকলের এই সুবাস পাওয়া দরকার।
মনের ভিতরের অহংকারের গন্ধটুকু চলে যাবে।

কি হলো?? তব পাছে বুঝি?
গুর গুর শব্দে বাজ পড়বে এজন্য!?
পড়ুক না! সে কতটুকুই বা শব্দ করবে?
তব পাওয়া তো ভালো,
তব্যে কোনো কিছু জয় করার শক্তি নিহিত।

একি কাপছো কেন?? ঠাভা লাগছে?
আহা, গাঢ়কা দিছ যে!
লাঞ্ছক না ঠাভা গ্রীষ্ম কাল, প্রচণ্ড গরম।
তাছাড়া ঠাভা লাগা ভালো,
এই ঠাভায় মনের কুলোসিত স্বভাব দুর হয়।

এমনই বৃষ্টি তো চাই,
যা পৃথিবী থেকে অশান্তি-কলহ দুর করবে!
আমি এমন বৃষ্টিতেই থামতে চাই,
ভিজতে চাই মন খুলে। আহ, শান্তি!
এই বৃষ্টি তো স্বর্গ থেকে প্রাণ্তি মহৌষধ।

এই জ্যোৎস্না রাতে

এস এম নাহিদ সারোয়ার সুমন

Fb/Nahid Sarwar Sumon

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্

আজ এই জ্যোৎস্না রাতে
হাট বসেছে আলোর,
তাইতে ধরা সেজেছে আজ
বার্তা নিয়ে ভালোর।
ভালো লাগে আলোর মাঝে
করতে জ্যোৎস্না স্নান,
ভালো লাগে আলোর মাঝে
করতে বিষম ধ্যান।
ধ্যান ধারণা পাল্টাতে এই
আলোর নেইকো জুড়ি,
এই আলোতেই সৃষ্টি
যতো চিন্তা ভুরি ভুরি।
এই আলো যে ভালোবাসার
কোমল এক পানীয়,
পানে যার রিদয় গলে
হয়ে যায় মানিও।
এ জ্যোৎস্নাতেই লিখিত সব
নিত্য নতুন কবিতা,
যার মাঝে বাস সকল-
ভালোলাগার ছবিটা।
এ জ্যোৎস্না-
বড় আবেগী এক বস্তি,
আবেগ জাগায়, জাগায় যতো
পুরান প্রেমের অস্তি।

তিরোহিত তরঁণ

তাসনিমুল এহসান ফাহাদ
fb/Tasnimul Ehsan Fahad
গাবুরা জি. এল. এম. মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ওসব তরঁণের কি হবে?
মানসিকতার পরিবর্তন হবে কবে?
এখনো অন্ধকারে ডুবে আছে,
আলো পাবে কি কখনো কাছে?
ও কত পড়েছে, কত যোগ্যতা আছে,
ওর বিবেক কোথায় গেছে?
আজও সন্ত্রাসীর দলে নাম লেখায়!
চোখ রাঙিয়ে ন্যায়কে ভয় দেখায়!
মানবতার অর্থ ভুলে কিসব কয়!
এসব তো ওদের স্বত্বাব নয়!
ওরা হবে যখন মানুষের স্বেচ্ছাসেবী,
তখন হয়েছে ওরা মাদকসেবী।
নৈতিক শিক্ষাকে ভুলে করছে নীতি,
মস্তিষ্ক থেকে মুছে গেছে সব স্মৃতি।
ওরা জুলাবে যখন শিক্ষার আলো,
চারিদিক তখন করছে বেজায় কালো।

খতিয়ান

সাইদুর রহমান সাইদ
fb/Saidur Rahaman Sayeed
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

মন-দিয়ে যদি নাহি ভিজিছে দুটি চোখ
ভালো তবে বাসোনি কো, করেছ শুধু ভোগ।
ভালবেসে যদি বুকে আসেনি হাসিরাশি
তবে আজও র'লে চকোর চিরউপবাসী।
প্রেম পেয়ে হৃদয়েতে না-বারিলে কথা
আজও তুমি র'লে পাথর, ভাণেনি নীরবতা।
দিনশেষে সুর্যাস্তে নারলে নীরব হতে
প্রেম তুমি দিলে না-গো, এলে বাগ্মী হতে।
লিখে গেলুম কবিতা হে, দিতে নারি মন
তবে এ আবার আমার ভালোবাসা কেমন?
মিলনে বিরহে হেথায় পুঁথি হয় গাঁথা
কিছু বাজে গান হয়ে, কিছু দেয় ব্যথা!

অঘোষিত আহ্বান

ফাতেমাতুজ জোহরা -সোনালি
fb/Fatematuzzohra Sonali
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

আমি সেই কাকড়াকা ভোরের অপেক্ষায় থাকি,
যেদিন আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখা যাবে
মনুষ্যত্বহীন মানুষগুলোর প্রতিছবি;
অপেক্ষায় আছি একটি স্নিফ সোনালি সকালের,
যার আলোয় আলোকিত হবে প্রতিটি নিষ্পাপ
শিশুর অনিশ্চিত বিধিলিপি;
আমি নিষ্ঠুর, নীরব, সেই ক্লান্ত দুপুরের সাক্ষী
হব,
যেদিন নারীর অসম্ভাবনে ব্যস্ত নিকৃষ্ট জীবগুলোও
ক্লান্ত হয়ে যাবে;
আমার বহু আকাঞ্চিত একটি বিকেল আছে,
যেদিন শ্রমকাতর বৃদ্ধিতে পার্কের ছেট একটি
কোণে একদৃষ্টে নিজের স্বপ্ন বুনবে;
আমি গোধূলিতে মিশে, সন্ধ্যার সাথে লুকোচুরি
করবো একদিন,
সেদিন হয়তোবা দুর্নীতি লুকোচুরি খেলবে
মেধার লড়াইয়ে জিতে যাওয়া বেকার যুবকটির
সাথে;
রাতের কালো আঁধারের সাথে একাকার হয়ে
যাব আমি,
তাহলে হয়তো ক্ষুধার্ত শিশুর আর্তনাদ,
বিঁরিপোকার আওয়াজের সাথে মিলিয়ে
যাবে, নির্বিকার চোখ দুটি দেখতে পাবে না;
হাঁড়কাঁপানো শীতে আমি আগুন হব,
পুড়িয়ে দেব বিলাসিতার আবরণকে, শীতার্ত
লোকগুলো স্বস্তি না পাক, শাস্তি তো পাবে!
বসন্তের প্রতি বড় বাজে আবদার,
ফুল ঝরিয়ে চলে যাওয়ার মতো, নিষ্পাপ
জীবনগুলোকে যেন আর রক্তাঙ্গ হতে না হয়
অসময়ে;
ঘূর্মবিভোরে স্বপ্নে অজানার উদ্দেশ্য পাড়ি জমাব,
যেখানে ভাসুবিহারের বিস্তৃত প্রাস্তরের মতো
মুক্তভাবে নিঃশ্঵াস নেয়া যায়;
আমি শতকোটি বছর ধরে অপেক্ষায়
আছি, একটি আচমকা শুভ স্পর্শের!
যেদিন আমার মৃত অনুভূতিগুলোর সংকার
হবে!
কালবেলা পেরিয়ে কোনো এক ব্রহ্ম মুহূর্তে,
অবাক চোখে দেখব আমার সাজানো
পৃথিবীটাকে;

মায়াবাতি

অনামিকা দেবনাথ

Fb/Anamika Devnath Akhi

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

কাচের ল্যাম্প টা গাংনি থেকে আনা-
আমার ভীষণ প্রিয়।
কেরোসিনের পেটি টা কাচের,
শিখার আড়ালটাও কাচের
বেশি ব্যবহার হতো না ওটা-
পাছে ভেঙে যায়।
অমন জিনিস তো আর পাওয়া যায় না এখন।
তারপর এলো হ্যারিকেন
হ্যারিকেন আমার ভাল লাগতো না
ততদিনে ছয়শ টাকার বদলে এলো চার্জার
লাইট
প্রতিদিন চার্জ দিতে হয়,
আর অপেক্ষা করতে হয় লোডশেডিং এর।
এরই মধ্যে আমি মোমবাতির প্রেমে
পড়লাম;
না, পেঁপে গাছের পাতার ডাটি দিয়ে বানানো
মোমবাতি নয়,
একেবারে ধৰ্বধবে সাদা মোমবাতি।
আমার পড়াশোনার পাটি প্রায় চুকলো
এখন আর লোডশেডিং হয় না।
তবু একটা টেবিল ল্যাম্প থাকে আমার
টেবিলে
ইলেকট্রিসিটি থাকলে জুলে, না হলে পড়ে
থাকে বেকার।
ইদানীং এনার্জি বাল্বের জন্য বড় মায়া হয়
আমার
বিদ্যুত কম খরচ হয় বলে,
বেচারা দিন রাত জুলছে
কাউকে বলতেও পারছে না যে ওর কষ্ট হচ্ছে
জুলতে জুলতে একদিন হঠাত করেই ফিউজ
হবে।
না না, কোনো অসুবিধে নেই তাতে
নতুন আরেকটা বাল্ব আসবে তার বদলে।
আমার কিন্তু গাংনি থেকে আনা কাচের
ল্যাম্পটাই বেশি প্রিয়;
কেরোসিনে জুলে।
বেশি ব্যবহার করি না
পাছে ভেঙে যায়।

কোনো এক বৃষ্টিভেজা দিনে

Tanima Hasan

Fb/ Tanima Hasan

Shaheed Suhrawardy Medical College

পাখি ডাকা ভোর, বৃষ্টি অবৰ, শালিকের ঝাঁকেতে,
মন আমার তুবে নেই তার কিছুতে,
ভাবে মন তারই কথা নানা অজুহাতে,
কোথায়, কেমন সে?
বৃষ্টি কি ধুয়ে দেয় তারই অশ্র-বেয়ে পড়া আমার
স্মরণে,
কোনো এক বৃষ্টিভেজা দিনে?
ইচ্ছেঘৃড়িটা যায় উড়ে, বহুদূর ডানা মেলে,
মাছরাঙ্গটা ঐ বসে কদমের ডালে,
তাকাই স্বপ্নভেজা চোখ মেলে,
যদি এসে দাঢ়ায় সে-
কদমগুচ্ছ হাতে নিয়ে আমার কাননে-
কোনে এক বৃষ্টিভেজা দিনে!
বিমধরা অলস এই দুপুরে, টুগটাপ বৃষ্টি বারে,
আমার ছোট টিনের চালাঘরে,
প্রতিটি বৃষ্টিবিন্দুর শব্দে খুঁজি তারে-
বেলকনিটায় বসে।
ডাক যদি আসে তার মধুর স্বরে-আমার কানে,
কোনো এক বৃষ্টিভেজা দিনে!
জলরেখা একে দিয়ে মাটির বুকে,
জলরাশি চলে যা পরম সুখে,
রঙিন নৌকা ভাসায়ে চুপি চুপি বলি তাকে-
যেন আসে সে,
বৃষ্টিস্নাত ক্লেদাক্ত পায়ে আচমকা আমার প্রাঙ্গণে,
কোনো এক বৃষ্টিভেজা দিনে।
শ্রান্ত বিকেলের নীল আকাশে কালো মেঘের
ঘনঘটায়,
তারি মাঝে রংধনুর আলোকছটায়,
মন আমার তারই ছন্দে হারায়-
সাদা বাতাসে।
ভেসে ওঠে দুটি চোখ তার-ভরা নিরব অভিমানে,
কোনো এক বৃষ্টিভেজা দিনে।
ছুই ছুই সন্ধ্যায়, ক্লান্ত-বিমর্শ যখন সব ইচ্ছে,
এক নিমিষেই মনে হয় যেন সবই মিছে,
তব স্বপ্ন তার সজীব আমার কাছে,
তার আগমনে অবশেষে -
ভিজবো দুজন সে মায়াভরা গোধূলী লগনে,
কোনো এক বৃষ্টিভেজা দিনে।

অতসী

নাফিস নাইমুল হক

Fb/ Nafees Haque

সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল কলেজ

পুষ্পারতি আজ কর্দমাক্ত
কুহেলিকা ভোরে পদদলিত
গৃহত্যাগী নয়, নির্বাসিত
দৃষ্টি অবহেলিত
মৃত্তিকা বুকে শয্যাশায়ী
মৃত্তিকা নাকি মমতাময়ী?
দেহখানি যার মৃন্ময়ী
আজ সেই কল্যাণময়ী
রেখেছ তাহারে আলিঙ্গনে
উদার চিত্তে সসম্মানে
সুযোগ দিয়েছ এ প্রাঙ্গনে
কুহেলিকা অবগাহনে
নিত্য দিনের নিত্য কাজে,
কনকনে বায়ুর প্রতিটি ভাঁজে
ভোর হতে সেই তিমির সাঁৰো
পরে শূণ্য আঙিনা মাঝে
হঠাত এ অবহেলার দেশে,
উত্তরী গায়ে সুকবি এসে,
শিশির সিক্ত বিহঙ্গ বেশে
বিমোহিত হাসি হেসে
ঝাড়া শেফালী মাটিতে ফেলে
অঙ্গলী ঢেলে দিলে
শুকনো অতসী কোলে তুলে নিলে
বক্ষে টেনে জড়ালে
কবির সামনে যুক্ত কর
মুঞ্ছ দৃষ্টে হেসে
বললেন, “তুমি সুন্দর!”
আর সুন্দর হলো সে

মনুষ্য ও প্রকৃতি

Avishek Podder (Ranggan)

Fb/ Avishek Podder

Textile Engineering College, Noakhali

প্রকৃতি তুমি দিয়েছ মোদের কতই ভালোবাসা
এই ভালোবাসায় রয়েছি মোরা টিকে সর্বদা
সৃষ্টি তোমার পশ্চাপাখি, কতই গাছপালা
মনুষ্য সেটা নষ্ট করে গড়েছে অট্টালিকা
হয়ত বনে টিকে থাকবে তোমার সৃষ্টি জীব
ইমারাত না গড়ছে কোনো নতুন যতদিন
কিছু জীব হয়ত থাকে বাড়ির অংশেপাশে
মনুষ্য তাদের জীবনকে লুণ্ঠন করে শেষে
কেউ মারে মাংস খেতে, কেউ মারে ভয়ে
অবাক লাগে শুনি যখন মারে শখের বশে
বক যখন মাছ ধরে তাহার ছানার জন্যে
অংটকা পড়ে কোনো এক মানব সৃষ্টি জালে
বাঘ মামা বনের মধ্যে শিকার করতে গিয়ে
হয়ে গেল শিকার সে সজ্জাকরণের নিমিত্তে
এমন অনেক জীবজন্ম শিকার হলো কত
নষ্ট হলো জীবন অনেক, মুছে গেল অস্তিত্ব
থাক না তারা তাদের মতো তাদের জগতটাতে
আপনমনে দেখব চেয়ে তাদের জীবনটাকে
ধরব নাকো, মারব নাকো, দিব নাকো আঘাত
চেষ্টা করবো বাড়িয়ে দিতে সাহায্যের এই হাত।

খাঁচা বন্দী কবিতা

Ariful Hasan Shuvo

fb/Ariful Hasan Shuvo

Shahjalal University of Science & Technology

তুমি কিংবা আমি
পাখি হবার তীব্র ইচ্ছে মনের মধ্যে পুষেছি
সারাটি জীবন।
প্রতিটা আনন্দনা সন্ধ্যায় আকাশের বুকে
উড়ে যাওয়া পাখিদের দিকে
ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকিয়ে গান গেয়েছি -
"এমন যদি হতো, আমি পাখির মতো
উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ!"
যেদিন বুঝতে পেরেছি
আমাদের আকাশে ওড়ার সাধ
পূরণ হবার নয়
ক্রমশ তৈরি করেছি উড়োজাহাজ,
বরকেট, প্যারাসুট আরও কত কি!
ঢুঢের স্বাদ কি আর ঘোলে যেটে?
তাই তো মনের অন্তরালে বেঁচে রহলো ঈর্ষা।
সমান্তরালে চালিয়ে গেলাম পাখি হত্যা
তীরের সূক্ষ্ম আঘাতে বিন্দ হলো
অগনিত পাখি, যুগে যুগে।
তাদের কারও ঠাঁই হলো পাকস্থলীতে
কারও বা বাড়ির খাঁচায়।
স্থির সেরা জীব হয়ে আমরা না উড়লে
ওদের কি ওড়া সাজে?
আমরা জিতে গেলাম
পাখিদের সাথে এক অঘোষিত যুদ্ধে।
কিন্তু বেলাশেষে, নিষ্ঠুরতার খেলায়
আমাদের হারতেই হলো প্রিয়,
সেই জাতশক্তনিয়তির কাছে।
নিয়তি নিজেই আমাদের পাখি করে দিলো
অথচ এমন বিজয় আমরা কখনো চাইনি।
করোনার এই ক্রান্তিলগ্নে
আমরা একেকটা খাঁচায় বন্দি পাখি।
আজ আর সেই পাখি হবার গান
মুখে আসে না
আসে শুধু তোমায় মনে পড়ার গান।
আজ বুঝি প্রিয়,
পনেরো বছর আগে, সেই ছেলেবেলা
পরীবাগের ভাড়া বাসাটায় থাকাকালে
খাঁচায় যে পাখিটা পুষতাম,
সারাদিন সে গান গাইতো কেন!

গল

সময়!

জুবায়ের মাহামুদ প্রতিম

Fb/Jubair Mahamud Protim

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

অঙ্গ সিঙ্ক চোখে ও চেয়ে আছে আমার দিকে অপলক

আমিও কেন জানিনা তাংকণিত ভাবে কিছু বলতে পারলাম নাহ। হাত পা যেন আমার অবশ হয়ে গিয়েছে, আর একটুও নড়তে পারছি নাহ ওর মুখের
ওপর থেকে চোখ টাও সরাতে পারছি।

এতদিন পর আমাদের দেখা হবার কোন সন্ধাবনা আছে বলে আমার মনে হয় নাহ হয়তে আমরা দুজনার কেউই কথনো মনের অগোচরেও ভাবিন
যে আমাদের দুজনের এভাবে দেখা হয়ে যাবে।

আর এরকম নাটকীয় সাক্ষাৎ তো সত্যিই অকল্পনীয়।

আমি আশিক মাহমুদ, দীর্ঘদিন যাবৎ আইন পেশায় আছি।

এককালে স্বপ্ন দেখতাম প্রত্নতত্ত্ববিদ হবো আর নানান ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে গিয়ে মনের আনন্দে মাটি খুড়ে বেড়াবো একে বাবে এক টিলে দুই
পাখি মারা! এডভেঞ্চারাস ওয়ার্কআউট এবং লাইফ টাকে ইনজয় করতে করতে শেখা আমার সেই কঢ়ি মনে এর থেকে আনন্দদায়ক কিছু তো আমি
তাবতে ই পারনি!

তবে ভাবতে হলো; এবং সেই এডভেঞ্চারের সাবজেক্ট প্রত্নতত্ত্ব কে ছেড়ে আইনের ছাত্র হয়ে ভর্তি হয়ে পড়লাম বাড়ির পাশের ইসলামি
বিশ্ববিদ্যালয়ে।

একসময় কোনমতে লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে কোর্টের বারান্দাতেও দীর্ঘদিন ছোটাছুটি করে বেড়ালাম সে-সব দীর্ঘ কাহিনী না-হয় আজকের
দীর্ঘশ্বাসের সাথে ফাইল বন্দী ই হয়ে থাক।

অবশেষে ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হলো বটে এক বিজ্ঞ উকিল সাহেবের সুনজরে পড়ে গিয়েছিলো আমার সুদর্শন বদন খানা।

এখানে বলে রাখা ভালো, সেদিম থেকে আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে গুরু যুক্ত মাকাল ফল সুস্থাদু অন্য কোন কদাকার ফলের চেয়ে শতগুণ
ভালো কেননা, মানুষ ফল কেনার সময় তার বাহ্যিক রূপ দেখে ই কেনে, কেনার সময় কেউ সচরাচর ফল ভেঙ্গে দেখে নাহ।

তো যাহোক, উকিল সাহেবের অপার মহানুভবতায় এই বাদরের গলাতেও মুক্তের মালা ঝুললো এবং মালাটি স্বয়ং উকিল সাহেবের একমাত্র কন্যা
বটে!

এরপরেও জীবনের নানান উত্থান-পতন দেখেছি, নানান ঘাত প্রতিঘাত পার করেছি সেসব কথা পরে একদিন না-হয় বললো।

আজ আমি বিচারকের আসনে বসে আছি।

বিচারক হিসেবে আজ আমার প্রথম দিন, নিজের মাঝে এক অন্যরকম উত্তেজনা কাজ করছে, এক পার্থিক ভালোলাগা কাজ করছে, আবার মাঝে মাঝে
চরম ভয়েও কেঁপে উঠছি এই ভেবে যে, বিচারকার্য সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারবো তো!

অবশেষে হোয়ারিং এর সময় এলো, পুরো কেসটা একবার স্টাডি করে নিলাম।

একি!

বাদী বিবাদী দুজনের নামই যে আমার কাছে পরিচিত।

বিবাদীর বাবার নাম একবার মিলিয়ে দেখলাম। নাহ, বাবার নামও তো সেই একই।

আজ থেকে অন্তত পনের ঘোলো বছর আগের কথা!

তখন নতুন নতুন কলেজে গিয়েই মন দেওয়া নেওয়া হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ছাত্র হিসেবে অতটো ভালো ছিলাম নাহ!

তাই আমাকে ছেড়ে সে পাড়ি জমিয়েছিলো ভবিষ্যৎ যার সুনিশ্চিত তার কাছে পরে জানতে পেরেছিলাম তাদের নাকি বিয়েও হয়েছে!

কিন্তু একি!

আজ তার ই বাদী আর বিবাদী.....

এবার মামলার বিস্তারিত পড়ে যা বুঝলাম তাতে লেখা আছে,

"বাদীর স্বামী কত্ত্ব গৃহকর্মীকে ধর্যণের সময় বাদী দেখে ফেলার তার স্বামী তাকে ছুরিকাঘাত করে!"

হঠাৎ ঘড়ির ঘন্টার শব্দে সজাগ হয়ে উঠলাম আর পড়তে মন চাইলো নাহ, আসামী পক্ষ এবং বাদী পক্ষকে আদালতে উপস্থিত করার আদেশ দিলাম।

দুজনকে দুপাশের কাঠগড়ায় তোলা হলো!

তাকালাম ওর দিক, আসলেই তো!

এ তো সেই, আজ থেকে পনেরো বছর আগেই সেই মেয়েটি ই, কিন্তু তার চেহারায় মারের দাগ গুলো স্পষ্ট।

ওর দৃষ্টিটা ও কে যেন আটকে দিয়েছে আমার দিকে, অপলকে তাকিয়ে ই আছে।

আমার তার কিছু ভাবতে মন চাইছে নাহ।

হঠাৎ মনে পড়লো,

"প্রকৃতি তো আসলেই নিষ্ঠুর, সে কাউকে ছাড় দেয় নাহ। সে সমতা বিধানে বিশ্বাসে যে তোমাকে আজকে কষ্ট দিয়ে ছেড়ে যাবে, প্রকৃতি তাকে দশ
বছর পরে হলেও দ্বিতীয় কষ্ট দিয়ে তার থেকে সব কিছু কেড়ে নিবে।"

শুধু অপেক্ষাটা সঠিক সময়ের!

The Story of Silhouette!

Siam An Nisa

Fb/Siam An Nisa

Feni Girl's Cadet College

Her hair was perfect. Like so perfect that if she would have kept it overt, exposed and let the breeze sway her hair just below her shoulderline, she must be the Brand Ambassador of Sunsilk by this time.

He, perhaps loved her perfect hair not because his own would grow so uncontrollably messy had he ever tried growing it beyond the sober half an inch held limited it to, but because it was her hair.

She had twinkling dreamy eyes, like the world never failed to surprise her. He was extremely bothered by her spectacles which kept those eyes bordered by an artificial lining. Whenever she took those off, she perceived that the gold of the sunshine reflected in his eyes reassembling his joy to see her bare eyes.

Her nose was sculpted to match The ones seen on images of ancient Greek deities , and she loved his pointy nose. Which she often joked that was enough to maintain social distance between them. She loved it when he would scrunch it up when she kissed the top of it.

Whenever he started singing, everything within hundred mile radius would go crazy and started to sing along. She couldn't help but got territorial. So he was allowed to play only. And he played like Apollo, or maybe Apollo Himself couldn't beat him in a guitar session.

She loved reading , he also. But he loved her voice more. Being the shy girl she was, she didn't want the world to hear it. But he wasn't the world. He was "HER WORLD". So she'd read to him, almost every single night.

He was tall, she wasn't. He had a temper, she didn't. He belonged to her, and she with him.
I had loved him since forever. They wished to be together forever after.

They were picture-perfect together . I was silhouetted in the background.

I write down their story, for they are too much in love to do so. That when they go down in history , together ,as star-crossed lovers, I would carefully scoop myself out of their story.

For it is not the story of a silhouette.

স্বপ্ন

Nuarat Zaman Sujana

Fb/Nuarat Zaman Sujana

Narsingdi Govt Girls' High School

যখন প্রথমবার বুঝতে শিখেছিলাম স্বপ্ন কি? তখন ভাবতাম, চোখ বন্ধ করে স্বপ্ন দেখতাম আমি অনেক বড় হয়ে গেছি তখনও বুঝতাম না বড় হওয়া কি? ভাবতাম সুট বুট পরে গাঢ়ি থেকে নামব সবাই বলবে ম্যাম এসেছে কোনো বড় প্রতিষ্ঠান এ নিজের আলাদা কেবিন থাকবে। চেয়ার থাকবে আরামের জন্য। আমাকে নিয়ে থাকবে সব মাতামাতি এগুলোই যেন স্বপ্ন। তবে তখনের পাঁচ বছরের আমি আর এখনের পনেরো বছরের আমিতে যেন আকাশ পাতাল তফাং। তেমনি তফাং স্বপ্নেও স্বপ্ন এখনো আছে সুট বুটের তবে নিজের জন্যে নয়। ছোটোবেলা স্কুলড্রেস পরানোর জন্য যে মানুষটি সারা বাড়ি আমার পিছু পিছু ছুটতো তার জন্য। স্বপ্ন আমার সুট টা মাকে পরানোর স্বপ্ন এখনো আছে কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে থাকা চেয়ারের তবে নিজের জন্যে নয়। যে মানুষটি সারা জীবন খেটেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে আমাদের মুখের একটু হাসির জন্য। যে কখনো অভাব শব্দটিকে আমাদের কাছে ঘেষতে দেয় নি এই চেয়ার তার জন্য। স্বপ্ন বাবাকে আমার চেয়ারটায় বসানোর এখন স্বপ্ন একটাই। স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবায়িত করা জীবনের অর্ধেকটা রাস্তা যারা আমার হাত ধরে সকল বিপদ উপেক্ষা করে চলেছে স্বপ্ন তাদের হাত ধরেই বাকিটা পথ তাদের পাশে থাকা।

প্রাঞ্জলি স্বীকারোভিটি

আফ্রা আদিবা

Fb/Afra Adiba

ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ

বৃষ্টিস্নাত ক্ষণচূড়ায় রঙ দিয়েছি ভাবতে পারো? অগুপ্রেরণার অঙ্গন যখন হাতড়ে বেড়িয়েছি এক পশলা বৃষ্টির মাঝে, পীচচালা কালো রাস্তাটা ডাক দিয়েছে দুহাত বাড়িয়ে তার পাশ দিয়ে ঘেরাও দেয়াল ছেয়ে গেছে বাগানবিলাসের ঝাঁকে আহা, সাহিত্য! তোমার পানেই তবে এবার ছুটেছে আমার মন।

কলেজ প্রাঙ্গণের হাস্যরস, কৌতুকবোধ কিংবা অগুপ্রেরণার অগুগল্প লিপিকরণ - লেখালেখির অগুপ্রেরণার ছন্দচাড়া অধিপতি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কলেজের প্রতিটি জিনিসের মাঝেই মৃষ্টির দিনে কলমের কালি বেগবান হয়ে ওঠে, যখন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, আল্পনারাঙা পীচচালা কালো রাস্তার ওপর সবুজ-গোলাপির আচ্ছাদন। ভারুক মন কখনোবা ছুটে গেছে লাইব্রেরির পানে, আরেকটু ত্বক মেটাবার আশায়, নিজের উৎকর্ষ সাধনে কখনোবা বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিকে তাকিয়ে মন বলেছে, কলেজ ছেড়ে বেরলে... এদেরকে গল্পের শীর্ষেই স্থান দেব যখন ৫৬ টি প্রাণের সম্মিলিত উচ্ছ্বস আন্দোলিত হয়েছে মনে, তখনই আবার প্রাণে বেজেছে বিষাদের বেদনার সুর যে সুরে একদিন যুক্ত হবে এই ছোট ছোট খণ্ডগুলো দেয়ালিকার জন্য রাতের পর রাত নির্বুম রাত্রিজাগরণ, লাল-নীল রঙের তুলির আঁচড়, সাহিত্যে তরপুর প্রতিটি পাতা অনবরত উৎসাহ জুগিয়েছে, কিছু ভালোর প্রত্যাশা, অনাগামী দুরবর্তী বার্তার কলেজ অডিটোরিয়ামের মধ্যে কাঁপিয়ে যখন বিতর্ক করেছি, তখন অগুপ্রেরণার আরেকটি খণ্ডশ, এই মধ্যেই নয় কেন! গোধূলিবেলায় দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে চিঠি লিখতে মন না চাইলেও, তাকে দেখে আনন্দে বলেই ফেলি প্রতিটি মানুষ, "কলেজের মতো সুন্দর আকাশ আমি বোথাও দেখিনি!" বিস্ময়ে বুদ্ধ হয়ে বিশাল আলিশান অট্টালিকা দেখে তো কখনো পাথুরে জীবনের গল্প লিখতে ইচ্ছে হয়নি! মন বলেছে, গল্প সাজাতে এই ভিন রঙের আকাশের তারার সায়ের অস্তাচলের পানে বয়ে চলা জাহাজের নাবিকের মতো আমিও খুঁজে বেড়াই জীবনসমুদ্রে অগুপ্রেরণার বাতিঘরের আলোকস্তস্ত। সুচনাকে ধরাশায়ী করে যে আজ ঘটাল প্রতিভার, বৈর্যের, আগ্রহের স্ফূরণ; সাহিত্যের প্রতি টানকে যে আজ উদ্বেলিত করল, সাধনার অগুপ্রেরণা আমি 'ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ' তোমারেই বলি তোমাতে গাহন করেই তবে হোক আমার অগুপ্রেরণার পুনঃপ্রায়শিত্ব।

বটগাছ

মায়েশা ফারজানা

Fb/Mayeeshaa Farjana

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। চুলে কেবল পাক ধরতে শুরু করেছে। কেবল মধ্যবয়স, পড়ত যৌবন-পড়ত জীবন নয় মোটেও। তবুও আজ তার চাহনি ঘোলাটে। চোখের কোণে জমে থাকা বাস্পবিন্দু বাঁধন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। কপালে পড়ে আছে চিতার ভাঁজ। কি এক নিঃসঙ্গতায় হৃদয় ভার! একা একা অস্ফুট স্বরে কি যেন বলছে!

তবে সে তো কোন মানুষের সাথে কথা বলছে না। কারণ তার সামনে কোন মানুষ দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিস্তন্ত বটগাছ। না, আমি ভুল শুনিনি হঠাৎ...

এক কোপ। হই কোপ। কোপের পর কোপ। একবারও তার হাত কাঁপছে না। হঠাৎ মনে হলো, তার চোখের কোণে কি যেন চকচক করে উঠল! নাহ! আমারই চোখের ভুল। আজ তার চোখ চকচক করলে কিছুদিন আগে হয়তো একটিবারের জন্য হলেও তার মন কেঁদে উঠতো! তেমনটা তো হয়নি, বরং নির্দয় বাস্তবতার কাছে এসব তুচ্ছ আবেগ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে!

শৈশবে মার বকুন খেয়ে যার শাখে এসে বসতো, কৈশোরে যার ডালেই কেটেছে অধিকাংশ সময়, কিংবা যৌবনের দিনগুলোতে মাঠ হতে ফেরার পথে যার ছায়ায় প্রশান্তি খুঁজে পেতো, এমনকি তার সন্তানেরাও পড়ত বিকেলে যার শাখে খেলে সময় কাটিয়েছে- সেসব কথা তার এখন আর মনে পড়ে না, নাকি পড়ে? সে নিজেও জানে না। এসব সোনালি দিন যে আজ শুধুই স্মৃতির চিলেকোঠায় বন্দি। সেই চিলেকোঠায় যাওয়ার সময় এখন তার আর হয় না।

হঠাৎ পাশ থেকে তার সদ্য শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে উপনীত ছেলে বলে উঠল,
“বাপ, রোদ লাগে তো। তাড়াতাড়ি কাম সারো। হাতে যাইবা না!”

এ কথা শুনে তার ভয় হয়। ছেলের দিকে শুণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আজ যেমন সে নির্বাক চিত্তে সংসারের সব জঙ্গলকে নিজ হাতে সরিয়ে ফেলছে, একদিন কি তাকেও এভাবে কেউ সরিয়ে ফেলবে? এ ভাবনা মনে আসতেই তার বুক ফেটে কান্না আসে, গলা ছেড়ে কাঁদতে মন চায়। তা অবশ্য ক্ষণিকের জন্য। কোন আবেগই যেন চিরস্থায়ী নয়!

নাহ! আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কাল মেঘের মতো দুর্বলতা তাকে বন্দি করার আগেই তাকে তার কাজ শেষ করতে হবে। নইলে বেলা পেরিয়ে যাবে। আর হাতে যাওয়া হবে না। সব সওদাপাতি দ্রুত মিটাতে হবে, নইলে গ্রামের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে শহুরে কায়দা আত্মসাধন করতে আরো দেরি হয়ে যাবে। হাতে বেশি সময় নেই। এ মাসেই গ্রামের পাট চুকিয়ে লটারিতে জেতা শহরতলীর ফ্ল্যাটে ওঠার কথা তার মনে পড়ে যায় সময়মতো।

এর পরেই সেই নির্বাক ছায়াদায়ী বটগাছকে সে জঙ্গল ভেবে নিষ্কম্প হাতে পুরোপুরিভাবে সরিয়ে ফেললো সংসার হতে; ঠিক যেমন সংসারের আরেক নির্বাক জঙ্গলকে নিষ্কম্প হৃদয়ে কিছুদিন আগে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে সেভাবে।

শুভ্রা

Raka Islam

Fb/Raka Islam

Shaheed Bir Uttom Lt. Anwar Girls' College

শুভ্রার আজ মন ভালো নেই.....

আকাশ এর দিকে তাকিয়ে আকাশের রঙ টাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে সে ওই দূরের আকাশ টাকে ছুঁয়ে দেখার অনেক ইচ্ছা তার, কিন্তু তার তো পরীর মত ডানা নেই কিভাবে ছুঁয়ে দেখবে! !

তবু ছুঁতে পারবে না জেনেও বাচ্চাদের মত বারান্দার গ্রিল দিয়ে হাত বাড়িয়ে আকাশ টাকে ছুঁতে চায় ছুঁতে না পারার কষ্ট তাকে গ্রাস করতে পারে না।।

সে হাসে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার হাসি দেখে হয়তো আকাশ টারও হিংসে চোখে দেখতে পারে নারছর দুয়েক আগে একটা এ্যাঞ্জিলেটে তার চোখের দৃষ্টির সাথে সে হারায় তার মা কে, যে কিনা ছিলো তার পথ প্রদর্শক দু চোখ হারিয়ে তার কোনো কষ্ট নেই, কারণ তাঁকে দেখতে হয় না তার মা নেই।সে তাঁর মাকে অনুভব করতে পারে এক সময় যে বাবার চোখের মণি ছিলো আজ সে বাবার কাছে সে বোঝা সৎ মার সংসারে আজ সে উটকো ঝামেলা কিন্তু তাতে তার তেমন কোনো কষ্ট নেই কারণ তাকে সেগুলো দেখতে হয় না।

চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যাওয়া তে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে তাই সে সব বুঝে যায় সে বেশির ভাগ সময় বারান্দায় বা ছাদে বসে কাটিয়ে দেয়।তার পাশের বিল্ডিং এই থাকে তার মায়ের বান্ধবী তার একটাই ছেলে শুভ্রা বুঝতে পারে সে যখন বারান্দায় যায় সেই ছেলেটাও তখন বারান্দায় থাকে কিন্তু এর কোনো মানে শুভ্রার জানা নেই।

শুভ্রার বৃষ্টি, বেলী ফুল, কাঁশ ফুল, নদীর ধারে হাঁটা, আকাশ দেখা সবটাই তার ভালো লাগার ব্যাপার সব থেকে মজার ব্যাপার হলো পাশের বিল্ডিং এ থাকা তার মায়ের বান্ধবীর ছেলের নামও আকাশ অন্যান্য দিনের মতো সৌন্দিনও বৃষ্টি হচ্ছিল।বরাবরের মতো সৌন্দিনও শুভ্রা বৃষ্টিতে ভিজতে ছাদে উঠেছে শুভ্রার আর আকাশের বিল্ডিং পাশাপাশি হওয়ায় এক ছাদ থেকে আরেক ছাদ ভালোভাবেই দেখা যায় সৌন্দিন আকাশও ভিজতে ছাদে গিয়েছিলো, কিন্তু শুভ্রা তা জানে না আনন্দনে শুভ্রা বৃষ্টিতে ভিজছিলো হঠাতই শুনতে পেলো কে যেনো শুভ্রা বলে ডাকছে।শুভ্রা ভাবলো হয়তো ভুল শুনছে।কারণ এই সময়ে কারোর ছাদে থাকার কথা না।কিছুক্ষন পর শুভ্রা আবার ও শুনতে পেলো কেউ শুভ্রা বলে ডাকছে শুভ্রা ভীত স্বরে বললো কে? কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না শুভ্রা আবার ও বললো কে? এবার কোনো সাড়া না পেয়ে শুভ্রা আরো ভীত হয়ে গেছে তার হাত-পা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসে শুভ্রা সেখান থেকে চলে আসার শক্তি টাও হারিয়ে ফেলে হঠাতই শুভ্রা উপলব্ধি করে চারপাশ বেলী ফুলের স্লিপ্স সুবাসে পরিপূর্ণ হয়ে আছে শুভ্রার মন থেকে ভয়ের রেখাটা কেমন করে যেন চলে যায়।আকাশ এবার শুভ্রাদের ছাদে আসে।সে এসে শুভ্রার হাত শক্ত করে ধরে শুভ্রা ভয়ে চিল্লানি দিতে যায় আর ঠিক তখনই আকাশ শুভ্রার মুখ চেপে ধরে।

আর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে ভয় নেই আমি আকাশ শুভ্রা কি বলবে বুঝতে পারে না মাথা নিচু করে দাঢ়িয়ে থাকে মিনিট দশকে এবার শুভ্রা বুঝতে পারে আকাশ ওর সামনে বসে পড়েছে, এই ব্যাপার টায় আরো বেশি হকচিকিয়ে যায় শুভ্রা।শুভ্রা হাত বাড়িয়ে আকাশকে টেনে তোলে।আকাশ কাঁদছে, কিন্তু কেন কাঁদছে জানে না শুভ্রা বুঝতে পারে আকাশ কাঁদছে, কিন্তু শুভ্রা না বোঝার ভাব করে থাকে আকাশ কান্না মুছে শুভ্রার স্লিপ্স ভেজা চুলে বেলী ফুল গুঁজে দেয় আর বলে সারাজীবন এভাবে তোমার স্লিপ্স চুলে ফুল গুঁজতে দিবে তো আমায় শুভ্রা চোখ বুজে সবটা অনুভব করছিলো, সে পুরো ব্যাপার টায় একটা পবিত্র ভালোবাসা অনুভব করছিলো।শুভ্রা চোখ খুলে হাত বাড়িয়ে আকাশের মুখটা ছুঁয়ে দেয় আর বলে কি বলো পাগলের মতো এইসব।হয় না, এ হয় না।আকাশ বলে কোনো?

শুভ্রা কিছু বলে না সে চলে আসে আকাশ কে ছাদে রেখেই চলে আসে শুভ্রা শুভ্রার খুব করে কাঁদতে ইচ্ছে করসে।আজ মা থাকলে তাকে জড়িয়ে খুব কাদত শুভ্রা।কারণ শুভ্রা সেই ছেট বেলা থেকেই আকাশকে ভালোবাসে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারে নি আর যখন তার এই রকম অবঙ্গা তখন আকাশ এসে তাকে ভালোবাসার কথা বলছে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস।

শুভ্রা চায় না আকাশ ওর লাইফটা এভাবে কাটাক।

তাই সে তার হাজার কষ্ট হলেও আকাশকে বুঝতে দিতে চায় না তার এত কষ্টের মাঝেও আজ তার আনন্দের দিন।আজ তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সে দূরের আকাশকে ছুঁতে না পারলেও ভালোবাসার আকাশকে তো ছুঁয়ে দেখেছে।

হঠাত তার মনে হলো সে বাসায় আসার পর একবার ও বারান্দায় যায় নি, তাই সে বারান্দায় গেলো।আজ কেমন তার খালি খালি লাগসে। সে বুঝতে পারছে আজ তার বিপরীতের বারান্দায় আকাশ নেই।কখনো তো এমন হয় না।

তবে কোথায় আকাশ!!! তখন তার মনে হলো সেগুলো আকাশকে ছাদে রেখে এসেছিলো, তবে কি আকাশ....

সে আর কিছু ভাবতে পারছে না তখন ঘড়িতে রাত 11.50 বাজে।আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলে শুভ্রা ছাদে যাবার জন্য বের হয় তার মধ্যে নানা রকম ভয় কাজ করছে হঠাত ই শুভ্রার পায়ের সাথে কিছু একটা বাঁধে শুভ্রা আরও ভয় পেয়ে যায়, তার মাথায় নানা চিন্তা বাসা করেছে আজ যেনো সিড়ি শেষ হতে চাচ্ছে না।

এক পর্যায়ে সে ছাদে গিয়ে পৌঁছায়।

শুভ্রার নাকে আবারও সেই স্লিপ্স বেলী ফুলের সুবাস আসে, শুভ্রার চোখ বন্ধ হয়ে যায় সে কেমন পবিত্রতা অনুভব করে সে, কিন্তু হঠাত আবারও তার আকাশের কথা মনে হয় সে আকাশ আকাশ বলে ডাকে কোনো সাড়া না পাওয়ায়, সে বসে পড়ে আর অবোরে কাঁদতে থাকে। কিছুক্ষন পর পাশে থেকে আকাশ বলে ওঠে _____

"হাজার বছর ধরে বেঁচে থাকো তুমি,
 অ ব লী লা য়।
 ধরণীতে আমার আলাপের পাতায়,
 শুধু আমার জন্য ॥
 তুমি সুবাস ছড়াও তোমার,
 এই বাতাসে ;
 আমি মেখে নিব আমার সাড়াগায়,
 শুধুমাত্র তোমার জন্য ॥"
 কিছুক্ষন চূপ থেকে আবারও বললো(শুভ্রা এখনও কাঁদছে তবে এটা কষ্টের না সুখের, এখন আর নিজেকে আটকে রাখার ক্ষমতা শুভ্রার নেই) "
 সাত জনম তোমার সাথে থাকতে আমি চাই,
 হাতে রেখে হাত থাকবে জানি।
 বিশাল এই ধরণী শুধু তুমি আর আমি,
 তুমি কি হবে আমার মনের রাজ্যের রানী ।
 শুভ্রা এখনও কাঁদে আকাশ এসে শুভ্রার পাশে দাঁড়ায়।
 শুভ্রাকে টেনে উঠায়, আর বলে এতই যখন ভালোবাসা তবে কেন এতটা দুরত্ব!!!
 যাইহোক শুভ জন্মদিন আর ভালোবাসা দিবস এর অনেক গুলা শুভেছ্ছা। (আকাশ ভোলেনি আজ শুভ্রার জন্মদিন, মা চলে যাবার পর তার জন্মদিন শুভ্রার মনেই থাকে না) এখন ঘড়িতে 12.10 বাজে মানে 10 মিনিট লেট। আকাশ কান ধরে আর বলে এই শেষ বার আর কখনো লেট হবে না, পরের বার না হয় 10মিনিট আগে উইশ করব।
 শুভ্রা এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সব সত্যি নাকি স্বপ্ন, অবশ্য আকাশ শুভ্রার জীবনে দুইটাই। শুভ্রা আবার কাঁদে, আকাশ বলে আজ শেষ বারের মতো করে কেঁদে নাও আমি বেঁচে থাকতে আর কাঁদতে দিবো না যদি কাঁদতে হয় আমার মৃ... শুভ্রা হাত বাড়িয়ে আকাশকে থামিয়ে দেয় শুভ্রা অনেক দিন পর মন খুলে হাসে আজ, তার কোনো দুঃখ নেই। শুভ্রার হাসি দেখে আকাশ বলে লাগলো তো, শুভ্রা ভীত স্বরে জিজেস কই কই কোথায় লাগলো? আকাশ বলে একদম বুকের বাম পাশে!!!
 আকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে আজকে মনে হচ্ছে মায়ের দুশ্চিন্তার অবসান করাতে পারলাম, কারণ মা তোমাকে নিয়ে অনেক চিন্তা করত।
 শুভ্রা রাগী গলায় বলে দরকার নেই আমাকে নিয়ে কাউকে কিছু ভাবার যে যার মতো ভালো থাক, বলেই যাবার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়, আকাশ এক হেচকা টানে শুভ্রাকে জড়িয়ে ধরে আর বলে পারলে যাও এবার দেখি কত পারো শুভ্রাও আকাশের বুকে মাথা রেখে বলে যাবার জন্য কি এসেছি নাকি সারাজীবন এভাবেই আটকে রেখো ॥
 আকাশ শুভ্রাকে জড়িয়ে ধরে বলে——
 "বেঁধে রাখব মায়ার টানে,
 যে টান কভু নাহি ভাসে।
 থাকবে তুমি আমার প্রাণে,
 ভালোবাসার নিবিড় আলিঙ্গনে ।"

তুমি! তুমি! তুমি!

সায়মা আকতার
 Fb/Khadeja Akter Sayma
 Narayanganj Govt.Mohila College,Narayanganj

সবাই এখন 'তুমি' নামক শব্দে জড়িয়ে থাকে। 'তুমিকে' নিয়ে সহস্র কাব্য বুনে। 'তুমি' নামক শব্দ নিয়ে ইতিহাস পাতে!
 তবে প্রকৃতি কি 'তুমি' নামক শব্দে বিলীন হলো? মৌলাভাব অভি কী 'তুমি' নামক শব্দে হারিয়ে গেলো? প্রজাপতির ডানা কি তুমি নামক জালে আটকে গেলো? রক্ত-জবা, পলাশ, শিমুল আজ 'তুমি' নামক শব্দে পিশে পড়লো???

..
 রবী-ঠাকুর, জসীমউদ্দিন, আহসান-হাবীব বিশিষ্ট কবিরা ছিলেন প্রকৃতি-প্রেমী। প্রকৃতির মাঝেই-তাঁদের কাব্য জড়িয়ে থাকতো। প্রতিটি ছন্দে-গন্ধে থাকতো শিউলি-বকুল, শঙ্খচিলের ঢাক! প্রকৃতিই হলো কাব্যের আলাদা রূপ, আলাদা সুখ, আলাদা গন্ধ! প্রকৃতিতেই মিশে থাকে অনন্কালের প্রেম, অন্তকালের মীলাদির অভি!

..
 প্রকৃতিতে থাকে প্রথর রোদের ক্ষক মিশে থাকে বাঞ্ছার বট, রসই-চালার রহিমার মায়ের আমের মৌ! থাকে প্রান্ত-বিকালের শান্ত রূপ, থাকে গোধূলি লঞ্চের কালো ধূপ!!

ପ୍ରସିଦ୍ଧ



সায়েদা জাবিন সানি
fb/Sayeeda Jabeen Sany

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চট্টগ্রাম

ফাতিমা ফারিহা
Fb/Fatima Fariha
শের-এ-বাংলা-মেডিকেল-কলেজ



সাবরি সাবেরিন ইভা
Fb/Sabree Saberin Ava
ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

নুসরাত জাহান মীম
Fb/Nusrat Jahan

কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ





রুখসানা পারভীন সেতু
fb/profile.php?id=100009970031167



Wasif Ahmed
Shajalal University of Science and Technology



Samiya Ummey Habiba
Northern University Bangladesh
fb/Mey.Biba

Samiya Ummey Habiba
Northern University Bangladesh
fb/Mey.Biba



Kaushik Dutta

Fb/Kaushik Dutta

Govt.M M City College, Khulna.



Nafiz Ahmed Porosh

Fb/Nafiz Ahmed Porosh

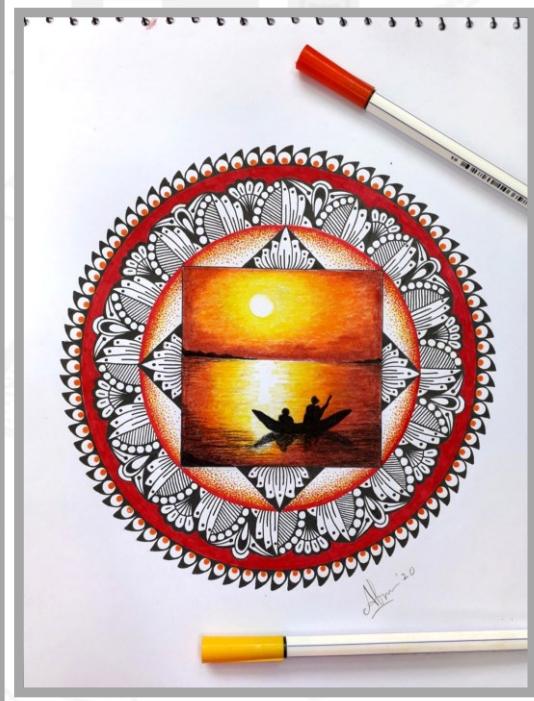
University of Chittagong



Homayra Tasfia Anita

Fb/Homayra Tasfia Anita

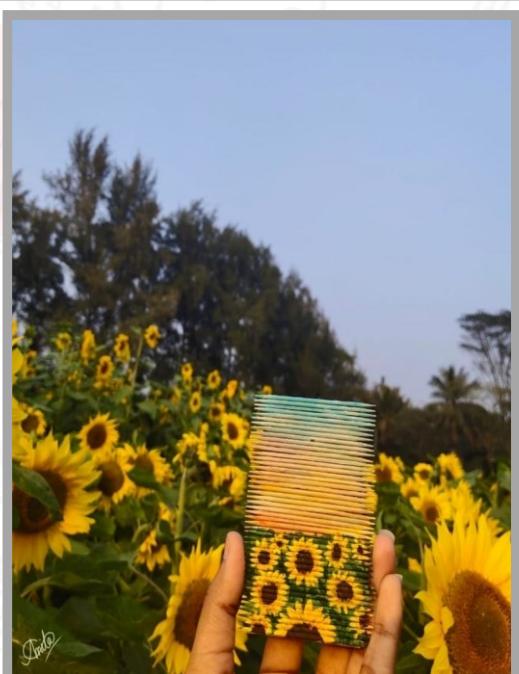
College of Home Economics



Sabrina Afrin

Fb/Sabrina Afrin

University of Chittagong



Rifa Tasnia Sharmi

Fb/Rifaa Tasniyaa

Monipur High School & College



Humayra Tasnim Mim

fb/humayratasnim.mim.9

Rangpur army medical college



Fatima Farjana

Fb/ফাতিমা ফারজানা

Dhaka National Medical College



Muhammad Fahim Karim

Fb/মুহাম্মদ ফাহিম করিম

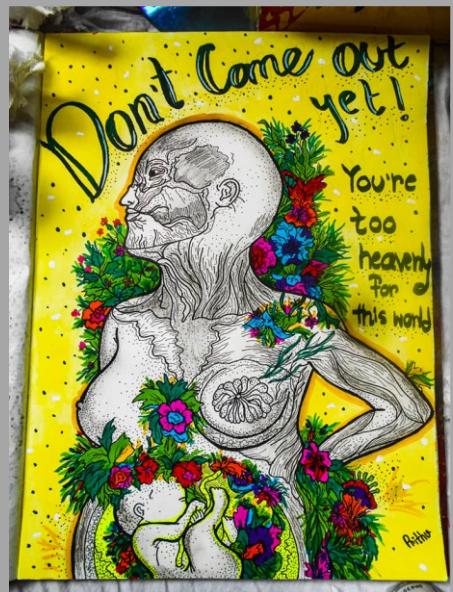
Dr.Mahbubur Rahman Mollah College



Himel Sarker

Fb/Himel Sarker

Institute of Fine Arts, University of Chittagong



Rifa Tasfia Prithu

Fb/Rifa Tasfia Prithu

Udayan Higher Secondary School and College



Sukarno Debnath

Fb/Sukarno Debnath

Bangladesh Bank Adarsha High School

Naziha Nuzhat

Fb/Naziha Nuzhat

Viqarunnisa Noon School And College





Naba chowdhury
University of Dhaka
[fb/naba.chowdhury.798](https://www.facebook.com/naba.chowdhury.798)

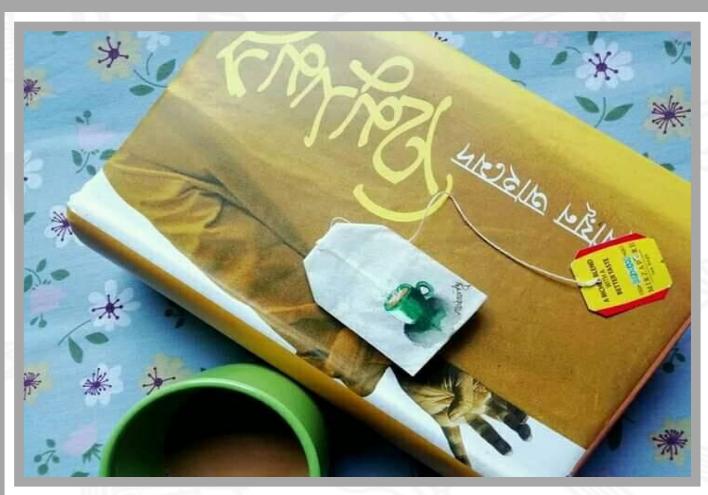


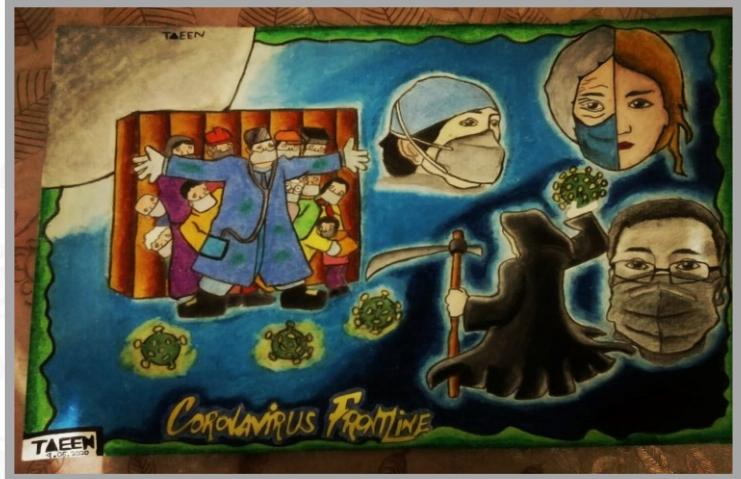
Shades of red
Tahamina
[fb/tahaminarusiba](https://www.facebook.com/tahaminarusiba)



SFX makeup art
Jannatul Fardous Faria
[fb/Jannatul Fardous Faria](https://www.facebook.com/Jannatul.Fardous.Faria)

Tea bag art
Israt Jahan Abbrity
Kumudini Govt College





Mashfikuzzaman Taeen

Fb/Nasima Zaman

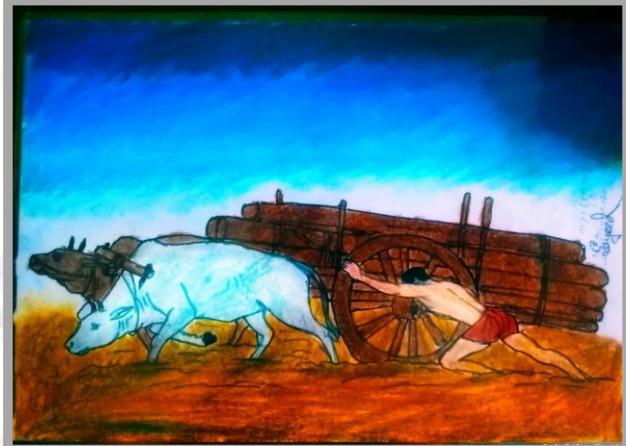
Motijheel Govt. Boys High School



Jannatul Fardous Faria

Fb/Jannatul Fardous Faria

East West University



Saidur Rahaman Sayeed

Fb/Saidur Rahaman Sayeed

Dhaka College

Lipi Ghosh

Fb/Lipi Ghosh

Pundra University Of Science And Technology



Raisa Tasnim

Fb/Raisa Tasnim

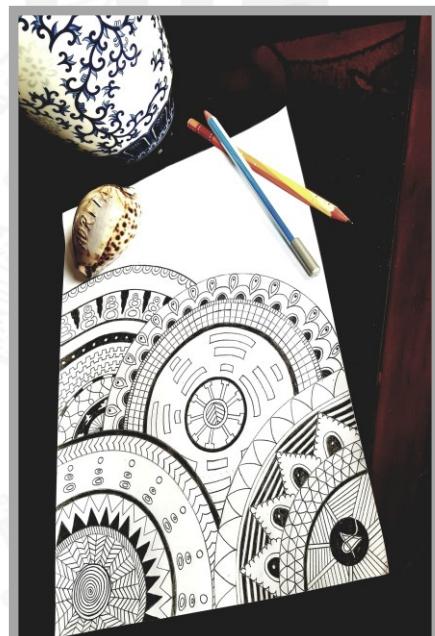
North South University



Rifa Tasnia Sharmi

Fb/Rifaa Tasniyya

Monipur High School & College



Adrita Hussain

Fb/Adrita Hussain

(BAUET)

jinia muntaha shormi

Fb/Jinia Shormi

Begum Rokeya University, Rangpur



Tea Bag Art
Wasim Iqbal Sajid
Milestone College,Dhaka
fb/wasim.sajid.509



Fariha Mousumi Nitu
Mymensingh Medical College
fb/fariha.mousumi



তৰমুজের বিচি দিয়ে কৱা ছোট চার কান।
Maria Akter Jannat
Agrani School and College

Md Saifur Rahman Plabon.
Siddheswari University College.
fb/srplabonphotography



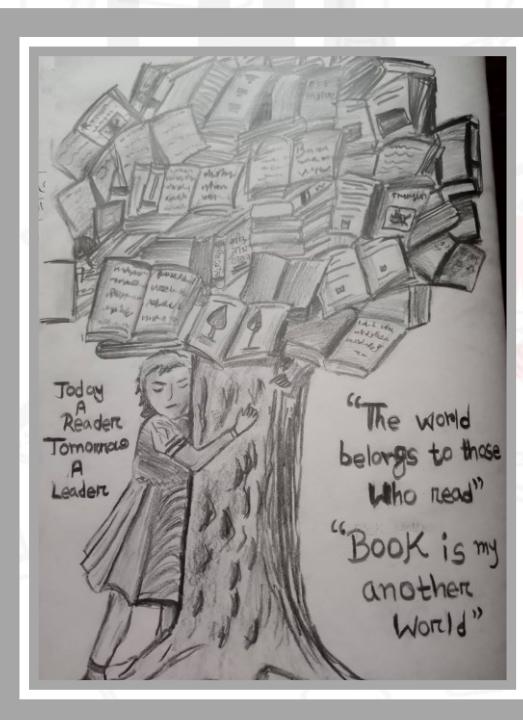
Mahiyat Mubassera

Fb/ mahiyat mubassera
RUET



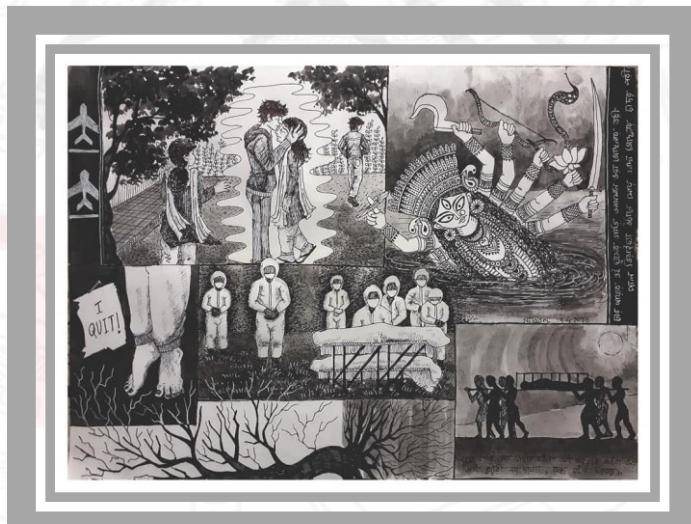
Arni Shawkat Chowdhury

Fb/Arni Shawkat Chowdhury
Green University of Bangladesh



Susmita Sarker Emu

Fb/Gouri Ghosh
Mirpur Adarsha High School



Niladri Paul

Fb/Niladri Paul
University of Dhaka



Suchi Shaily

Fb/Suchi Shaily

Shaheed Suhrawardy Medical College



Shojjoti Hossen Shoshi

Fb/ Shojjoti Hossen

Morjal K. M. B. High School

Marzia Zahan Momo

Fb/Marzia Zahan Momo

Ideal school and College, Motijheel, Dhaka



Sultana Mimi

Fb/Sultana Mimi

Shanto Mariam university



Zinnat Rahman

Fb/Zinnat Rahman

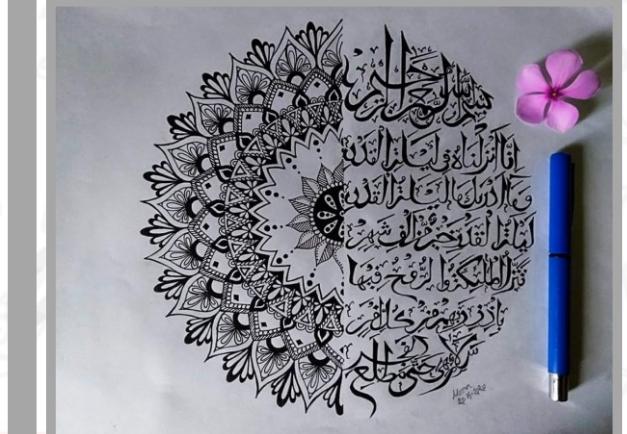
Noakhali Government College



Sayema Shaowq

Fb/Sayema Shaowq

Bangladesh Islami University



Sanjida Moon

Fb/Sanjida Moon

Bangladesh University of Professionals - BUP

Zarin shaima Shama

Fb/ যারীন শাইমা শ্যামা

HSTU,Dinajpur





মোঃ সাদিতুজ্জামান
Fb/Zaman Md.Sadit Uz
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ

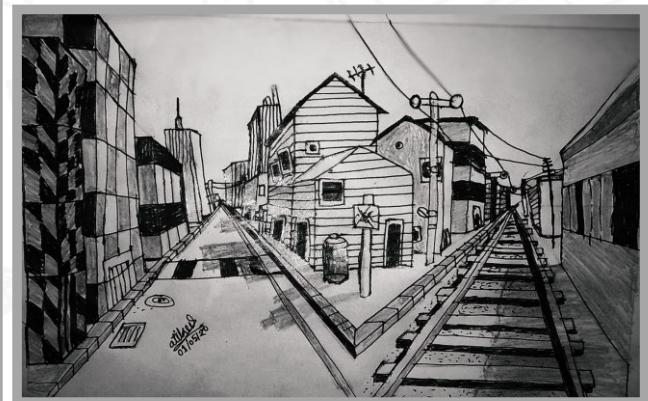


তাহসিনা ইসলাম তাজনুর
Fb/Tahsina Islam Tajnur
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



মাহজাবীন মামুন ক্যামি
Fb/Mahjabeen Mamun Kamy
মঙ্গলটুকুদীন আদর্শ মহিলা কলেজ

আতিকুল ইসলাম
Fb/Md. Atikul Islam
ড্যাফোডিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়





মোঃ রবেল আহামেদ
Fb/MD Rubel Ahamed
সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ



Asm Mizanur Rahman
Fb/Abu Sayed MD Mizanur Rahman
Mount Allison University



Jasmin Binte Showkat
Fb/Jasmin Binte Showkat
Mawlana Bhashani Science and Technology University

Md. Mhs Tushar
Fb/Md. Mhs Tushar
Agricultural University College





Homayra Tasfia Anita
College of Home Economics
[fb/homayra.tasfia](https://www.facebook.com/homayra.tasfia)



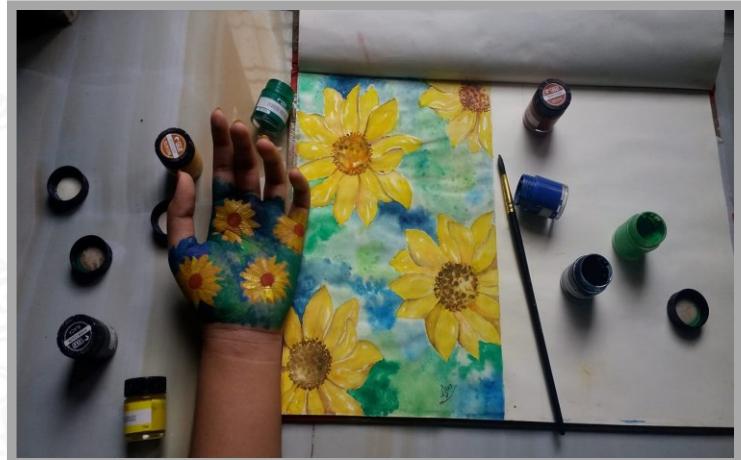
Md. Sadituzzaman
AIUB
[fb/zaman.uz](https://www.facebook.com/fb/zaman.uz)



Fatima Fariha
Sher-e-Bangla Medical College, Barishal.
[fb/Fatima Fariha](https://www.facebook.com/Fatima.Fariha)



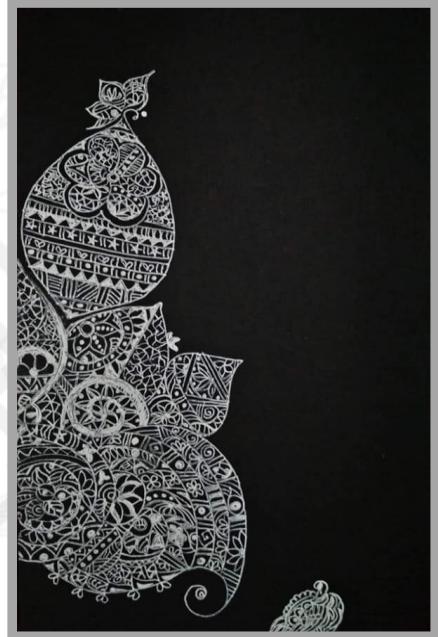
Asrahfull Shawon
Leading University, Sylhet



Rezoana Ame
Bangladesh University
fb/rezoanaame



Audity Moumi.
Grade: new 11th
Institution: Hamtramck High School, MI, USA



মালিহা হক শৈলী
Dhaka Community Medical College



Ummey Aroshi
Netrakona Govt College



Sudipta swarnaker
Khulna university



Suchi Shaily
Shaheed Suhrawardy Medical College
[fb/suchi.shaily.1](https://www.facebook.com/suchi.shaily.1)



Fatematuzzohra Sonali.
Begum Rokeya University, Rangpur.
[fb/fatematuzzohra.sonali](https://www.facebook.com/fatematuzzohra.sonali)

Tasfia Tasnim Arthi
Eden Mahila College
[fb/profile.php?id=100008169245031](https://www.facebook.com/profile.php?id=100008169245031)

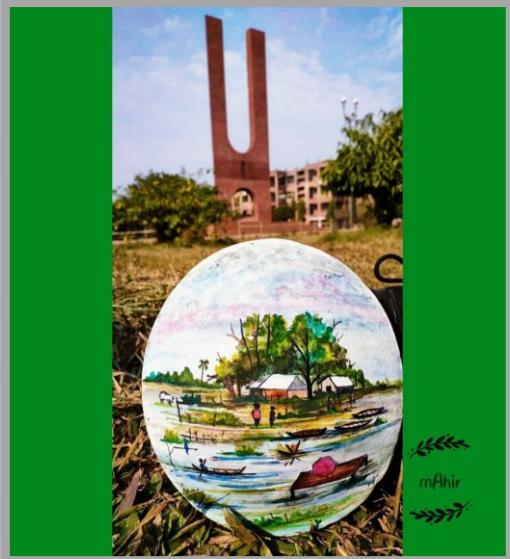




Samara Charu
National University
[fb/samara.charuu](https://www.facebook.com/samara.charuu)



Mahir Fysal Islam
Jahangirnagar University
[fb/mahir.fysal.islam1560](https://www.facebook.com/mahir.fysal.islam1560)



Mahir Fysal Islam
Jahangirnagar University
[fb/mahir.fysal.islam1560](https://www.facebook.com/mahir.fysal.islam1560)

Tanvir Ahmed
Pabna Medical College
[fb/tanvirahmmmed.tanvirahmmmed.31](https://www.facebook.com/tanvirahmmmed.tanvirahmmmed.31)





Ornob Ahozub
Fb- Ornab Ahzab
IBA, University of Dhaka

ফটোগ্রাফি

সাজ্জাদ হোসেন
Fb/ Sazzad Hossain Shanto
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়



Sara Rahman Dina

Fb/Sara Rahman Dina
Bangladesh University of Professionals



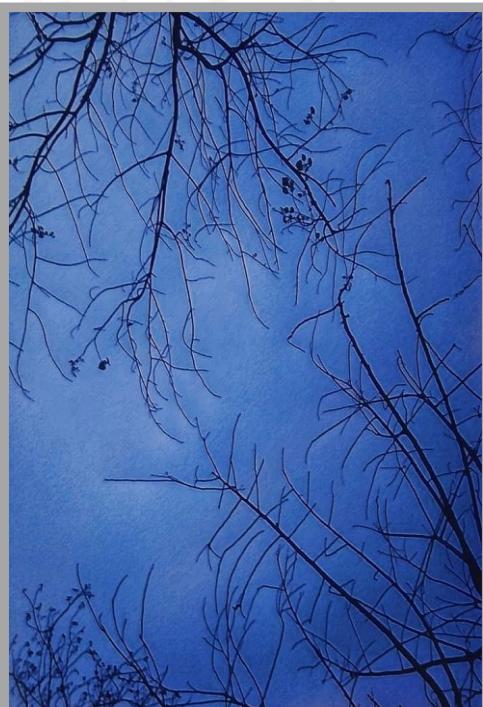
Niloy Paul

Fb/ Niloy Paul
Ananda Mohan College , Mymensingh



Hasan Shahriar Nasif

Fb/Nasif Hasan
Pabna Cadet College





Abdullah Al Mamun Suny

Fb/ Abdullah Al Mamun Suny

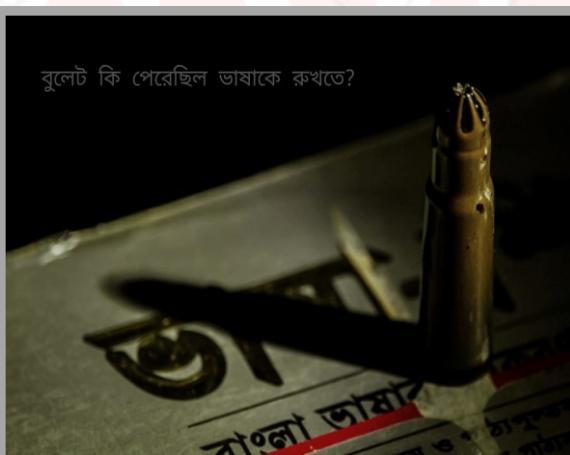
Jagannath University



Lamyea islam Limu

Fb/ NL Limun

Dr.Abeda Hafiz girls school and college



A. S. M. JULFIKAR

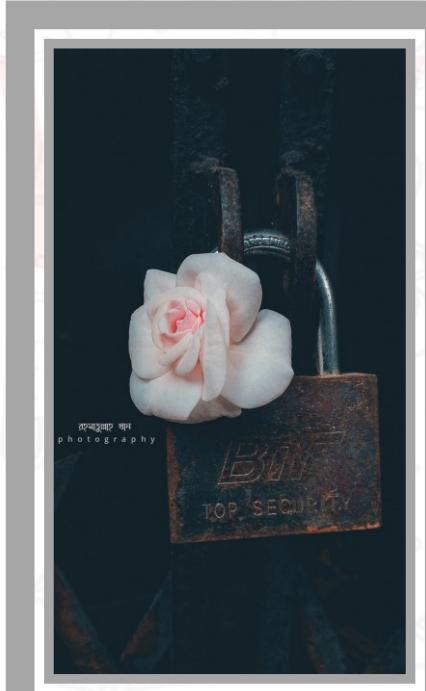
Fb/Julfikar Sobur

Rangpur Medical College

Rahmatullah Khan

Fb/Rahmatullah Khan

Magura Govt.H.S.S College



Rafat Hossain
Fb/ Rafat Hossain
Dhanmondi Tutorial



Sajibul Islam Shawon

Fb/Sajibul Islam Shawon
Sitakunda College



Tahmid Sahriar
Fb/ Sahriar Tahmid
Chittagong University



Nafiz Ahmed Porosh
University of Chittagong
fb/nafizahamed.porosh



Anas Amin Bhuiyan

Fb/ Anas Amin Bhuiyan

Adamjee Cantonment Public School

Md. Ebrahim Sheikh

Fb/Md. Ebrahim Sheikh

Jagannath University

Minhajul Abbas

Fb/Minhajul Abbas

University of Chittagong



Nazmus Sakib Santo

Fb/ Nazmus Sakib Santo

Koyra Madinabad Govt. Model School



Jyotirmoy Bishnu

Fb/ Jyotirmoy Bishnu
Cantonment Public School and College, Saidpur

Ashiqur Prokerty

Fb/Ashiqur Prokerty
Ahsanullah University of science and technology



Nur Fayes

fb/Nur Fayes
Rajshahi University

Sheikh Mohammad Fahim

Fb/Sheikh Mohammad Fahim
Dhaka College



Forhad Hussein

fb/Forhad Hussein
Cantonment Public School & College Saidpur



Jannateen Naoar Siena

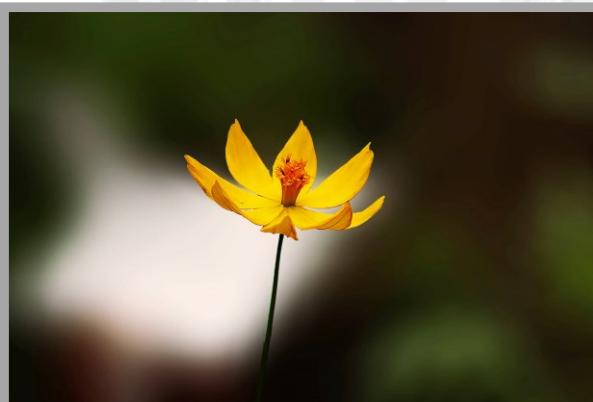
fb/Siena.Naoar

Bangladesh University of Professionals (BUP)

Bizoy Mahmud

Freelancer

fb/bizoy09



Md.Sadik Tanzim Hossain

Adamjee Cantonment Public School

fb/jasin.hossain

কাজী সাফায়েত হোসেন
প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী কলেজ।
fb/profile.php?id=100012845040695



Mymuna Mahnur Bushra

Birsreshtha Noor Mohammad Public college

fb/mymuna.mahnur



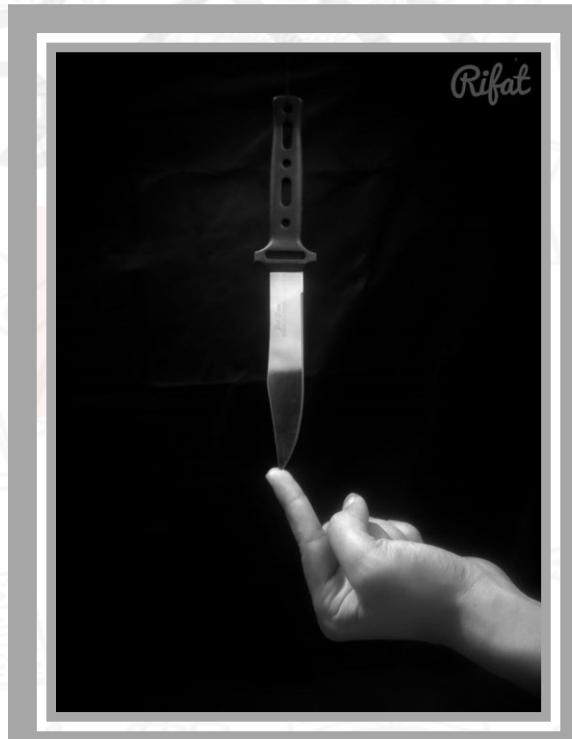
Avishek Podder (Ranggan)
Textile Engineering College, Noakhali
fb/profile.php?id=100004410828650



Abdullah Al Mamun Suny
Jagannath University
fb/md.suny.549668



Farzana Yeasmin Shoily
Viqarunnisa noon college\\
fb/Farzana Yeasmin Shoily



Rifat Walid
Rangamati Medical College
fb/rifat.walid

গ্রাফিক ডিজাইন

Mohammad Iqbal Hossain

Fb/Iqbal Hossain Zihan

BRAC University



Mayaz Montasim

Fb/Mayaz Montasim

Comilla Shikkha Board Govt. Model College



Maria Sultana

Fb/Maria Sultana

Shaheed Suhrawardy Medical College.



Mohammad Iqbal Hossain

Fb/Iqbal Hossain Zihan

BRAC University

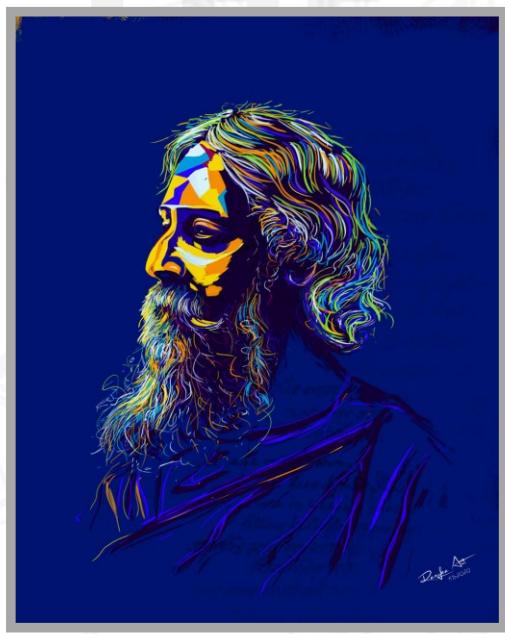
BELIEVER



Zarif Mahbub Talukder

Fb/Zarif Mahbub

Notre Dame College



Abid Hossain

Fb/ Abid Hossain

National University



Ranak

Fb/Mohiminul Gani

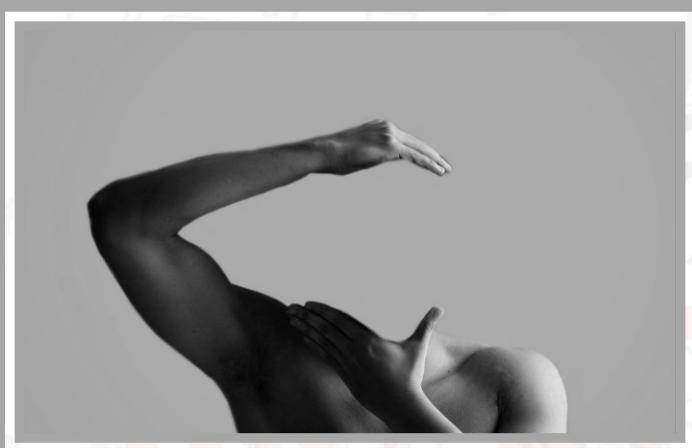
Shanto-Mariam University of Creative Technology



Md. Shahriar Mohtasim Sifat

Fb/Shahriar Mohtasim Sifat

Rajshahi University of Engineering and Technology



Sheikh Mohammad Fahim

Dhaka College

fb/sheikhfahim163



Monem Al Mukit

Rajshahi University of Engineering & Technology

fb/dice.roller.me

ক্রাফট



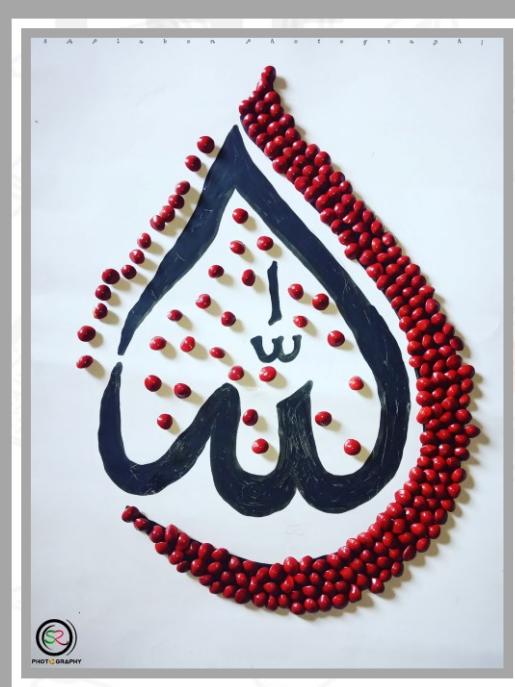
REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

Nazifa Zafrin Ahona

Fb/Nazifa Zafrin
Dhaka City College

Marzia Zahan Momo

Fb/Marzia Zahan Momo
Ideal school and College Motijheel, Dhaka



SS2
PHOTOGRAPHY

Md Saifur Rahman Plabon.

Fb/Md Saifur Rahman Plabon
Siddheswari University College

Samiya Ummey Habiba

Fb/Sheikh Samiya Ummey Habiba
Northern University Bangladesh





সেলাই..আমহামদুল্লাহ .

Naziha Nuzhat

viqarunnisa Noon School



Miniature Bedroom

Homayra Tasfia Anita

College of Home Economics

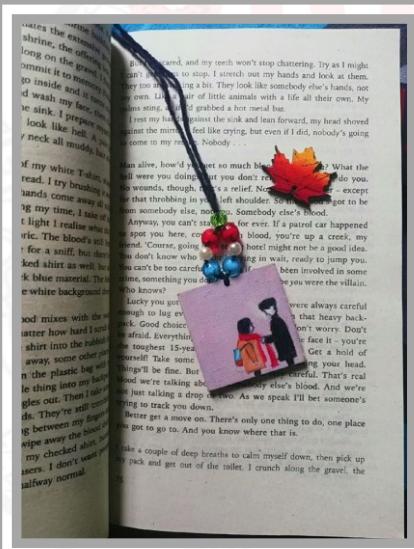
fb/homayra.tasfia



Anika Tahsin

YWCA Higher Secondary Girls'School

fb/kolpo.kotha.96558



Mahir Fysal Islam

Jahangirnagar University

fb/mahir.fysal.islam1560



গ্রামের দৃশ্য

Anika Bushra

সরকারি আজিজুল হক কলেজ বগুড়া



মাইশা তারামুম
Fb/মাইশা তারামুম
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

সাবির আহমেদ

Fb/সাবির আহমেদ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়



Zarin Shaima Shama
Hajee Mohammad Danesh Science And
Technology University,Dinajpur

Zarin Shaima Shama

Hajee Mohammad Danesh Science And
Technology University,Dinajpur

ক্রয়েটিভ টিপস

ক্রিয়েটিভ টিপ্প

আমি যদি আমার একটা পুরনো খারাপ অভ্যাসের কথা বলতে যাই তবে তা হলো, আমি ছবি আকার তুলিটা সবসময় কাঠপেন্সিল হিসেবে ব্যাবহার করতাম;

ফলস্বরূপ, ছবিও খারাপ আসতো। তাই ছবি আঁকার সময় তরল, জৈবিক আকার এবং গ্রেডিয়েন্টগুলো ঠিকঠাকমতো ফুটিয়ে তুলতে আপনার ব্রাশটি আলতোভাবে ধরুন এবং আপনার কজির পুরো গতি ব্যাবহার করুন।

ব্রাশের মাঝের দিকটা চরম কোনে ঘুরিয়ে বিভিন্ন রেখা টানতে পারেন; প্রয়োজন ব্যতীত একাধিকবার ব্রাশ ব্যবহার করবেন না; এতে করে ছবির প্রান্তের স্লিপ্সতাও পরিবর্তন করতে পারেন।

সংগ্রহে -
মিয়াদুল ইসলাম
কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর

করোনা টিপস

করোনা সম্পর্কীয় মজাদার কিছু তথ্য :

সারা দুনিয়ায় করোনার আতঙ্কের মাঝেও মজার কিছু ঘটনার সম্মুখীন হলাম এবং তারই সাথে বাসায়ে বসে এসকল কাহিনী দেখে বিনোদন পেলাম। অবশ্যে কিছুতো পেলাম এই অসময়ে কিছু করে কাটানোর। আসুন; আপনাদের সাথেও কিছু ঘটনার অংশ ভাগ করি।

- প্রথমে, যেটি না বললেই নয়, ফেসবুকের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত, তাই ওটা দিয়েই শুরুটা হোক। ফেসবুক আমরা কেনা ছিলি, তবে বর্তমানে, এই মর্মান্তিক সময়ে, এই মাধ্যমটির মধ্যে গ্রাহক তাঁদের নিজেদের অ্যাকাউন্ট-কে ট্যালেন্ট শোতে রূপান্তরিত করেছে। অনেক ঘুমস্ত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং একই সাথে এই সময়ের উৎপাদনক্ষম ভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে।
- তাছাড়াও, আজকাল বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমগুলোতে আজব কিছু চালেঞ্জের প্রবণতা চালু হতে দেখেছি। নিজের ছবি দেওয়া, নিজের পুরানো দশ বছরের ছবির সঙ্গে তুলনা করা, নিজের ছবির সঙ্গে আকাশ, বাতাশ, পাখি প্রভৃতি জিনিসের সঙ্গে তুলনা করা, শুধু তাই নয়, মেকআপ চ্যালেঞ্জ, ড্রেসআপ চ্যালেঞ্জ, টিক-টক চ্যালেঞ্জ ইত্যাদির বিভিন্ন প্রচলন দেখা দিয়েছে।
- হাত ধোওয়ার ফর্মালিটি থেকে হাত ধোওয়ার নেশায় পরিবর্তন হতে দেখেছি, এখন স্বপ্নেও অনেকে এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া দেখার কথা ও শুনেছি।
- আমাদের দেশবাসী কতটুকুই বা রাস্তাঘাটের পরিচলনার বেপারেহ সতর্ক ছিল। তবে এখন দেখি, রাস্তাঘাটে একটি চিহ্নও নাই, কিসের? সেটা আপনারাই বুঝে নিন।
- রান্নাঘর থেকে একি সুস্বাদু খুশবু, জিতে জল এসে গেল, ওমা! নতুন রেসিপি! কি দারুণ! দেখি একটা ছবি তুলে অ্যাকাউন্ট-এ দেই। ইফতারে বোৰা যাবে কেমন হল।
- এবারে মনে হচ্ছে পেঁয়াজের ও চালভালের চেয়ে হ্যান্ড সানিতাইসার, টিস্যু ও টয়লেট রোলের দাম অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যাবে, যেই হারে লোকজন কিনছে, অবাক করার মতো।
- রিসাইকেল করা হচ্ছে, নতুন করে পিপি-ই বা মাফ্স না কিনে ধূয়ে ব্যাবহার করা হচ্ছে। কি দারুণ দৃশ্য!
- টঁ দোকানের চা না খেতে পেরে কষ্টে মিম বানাতে দেখেছি বহুত লোককে, তাছাড়াও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এক রূম হতে আরেক রূমে ভিডিও কল করতে দেখেছি।
- বিভিন্ন খাবার দোকানের সামনে এক মিটারেরও কম দুরত্বের গোল্লা ছুটেরমত ঘর আঙ্কে দেখেছি এবং অনেককে তা মেনে দারাতে দেখেছি আবার কিছু বিজ্ঞদের তা অমান্যও করতে দেখেছি। আবার কোন কোন দোকানের সময় অমান্য করার কারণে পুলিশের ধাওয়া খেতে দেখেছি। লুকোচুরিও খেলতে দেখেছি।
- বাঁজারে ভির ও রাস্তায়ে জ্যাম লাগতে দেখেছি। মনে হল সব ঠিক হয়ে গেছে।
হলেই ভালো, সকলের কামনা প্রার্থী হওয়ে আজ এখানেই শেষ করছি, আবার কথা হবে, এসকল পসিটিভিটি জারি থাকুক।
আল্লাহ্ হাফেজ!

অনুলিখা -

সৈয়দা সারজুত মেহরীন
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)



আসসালামুয়ালাইকুম,

করোনা কাল চলছে পুরো বিশ্ব জুড়ে । ভবিষ্যতে হয়ত আমরা সবাই পড়াশোনা শেষ করে চাকরির দিকে অগ্রসর হবো । কিন্তু বর্তমানের যদি আমরা বিভিন্ন মানুষের এক্সপেরিয়েন্স দেখি তাহলে দেখব যে সেটা আমাদের অনুকূলে থাকে না । আপনি যদি একটি জব করতে চান তাহলে জবদাতা প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম খুঁজে আপনার এক্সপেরিয়েন্স বা অভিজ্ঞতা । কিন্তু আপনি পড়াশোনা শেষ করে কোথায় পাবেন সেই অভিজ্ঞতা । এরকম নানারকম প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে ।

আমি যদি আমার দিক থেকে বলি , তাহলে বলবোঃ আমি এখনো পড়াশোনা করছি এবং “শো দ্যা ক্রিয়েটিভিটি” এর সাথে কাজ করছি ।

একটি কথা বলি, আপনাকে কেউ বলবেনা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে জয়েন হওয়ার কথা । আপনার নিজ উদ্যোগে এগুলো করতে হবে ।

এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে আপনাকে প্রথম দিকে অনেক কষ্ট করতে হবে । আপনার মতো করে আপনার কাজ সাজাতে হবে ।

একটি অর্গানাইজেশন আপনাকে অনেক কিছু শেখায় যেটা আপনার মধ্যে আমূল পরিবর্তন করে আনতে পারে । এর মধ্যে অন্যতম একটি পার্ট হলো “নেটওয়ার্কিং স্কিল” । কোন ক্লাব অথবা অর্গানাইজেশনে জয়েন করলে আপনার নেটওয়ার্কিং স্কিল অনেক বেড়ে যাবে । এর ওপর নির্ভর করে আপনার কতটুকু এক্সপেরিয়েন্স হল ।

পাশাপাশি স্জংশীলতা , বুদ্ধির ব্যবহার থেকে শুরু করে হাজারো কাজ শিখতে পারবেন অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করলে ।

হ্যা , তবে এটা সত্যি যে , আপনি যে ক্লাব অথবা অর্গানাইজেশনে থাকবেন সেখান থেকে আপনি কোন টাকা পাবেন না কিন্তু এই ক্লাব অর্গানাইজেশনে আপনি যখন যাবেন এবং যে অভিজ্ঞতা এবং স্কিল গুলো শিখতে পারবেন সেগুলো হাজার হাজার টাকা দিয়ে কিনতে পারবেন না । সেগুলোকে অর্জন করতে হবে নিজের কঠোর শ্রম দিয়ে । পরিশেষে এটাই বলব আসুন এই করোনাকালেও আমরা নিজেদেরকে সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছাতে পড়াশোনার পাশাপাশি স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর উপর জোর করি যাতে আমাদের কর্পোরেট জীবনটা আরো সুখকর হয় ।

সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং দোয়া করবেন যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে পৃথিবী ।

সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ।

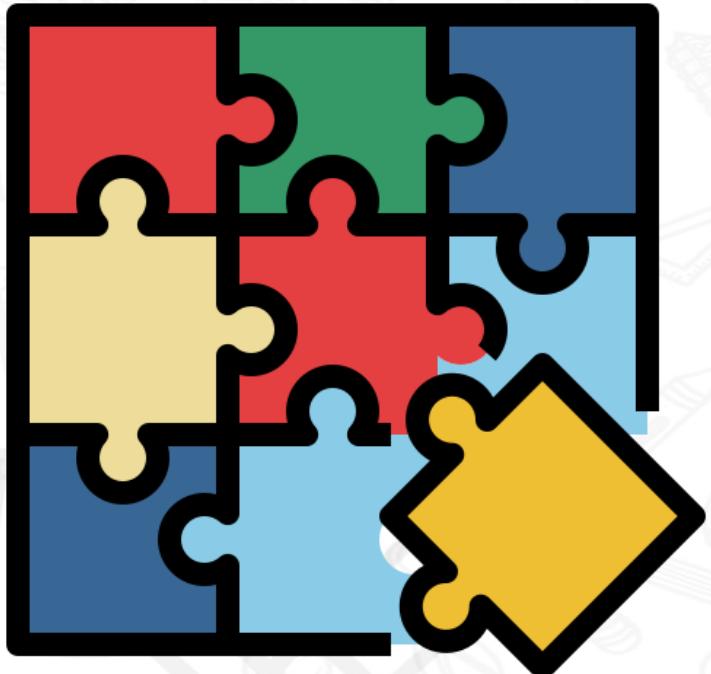
জাওয়াদ আহমেদ

হেড অব ইতেন্ট ম্যানেজমেন্ট, শো দ্যা ক্রিয়েটিভিটি
ডিপার্টমেন্ট অফ একাউন্টিং এন্ড ফিন্যান্স ,
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

ଗେମ

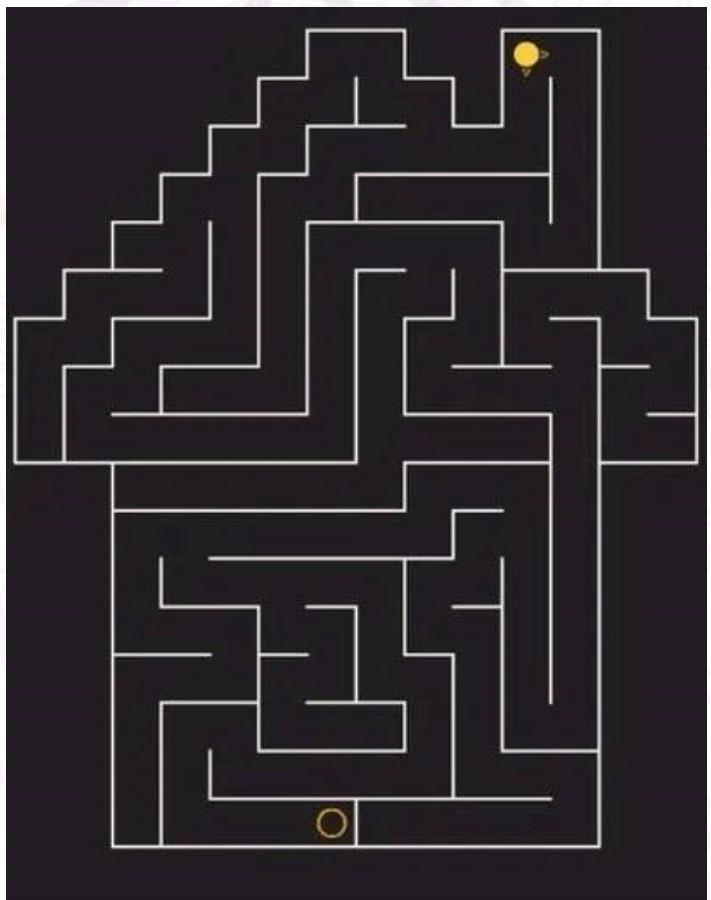
গেইমঃ ০১

তীব্র গতিতে একটা বৈদ্যুতিক
ট্রেন ছুটে যাচ্ছে উত্তর দিকে।
দক্ষিণ দিক থেকে আসছে দমকা
হাওয়া। ট্রেনের ধোঁয়া কোন দিকে
উড়ে যাবে?

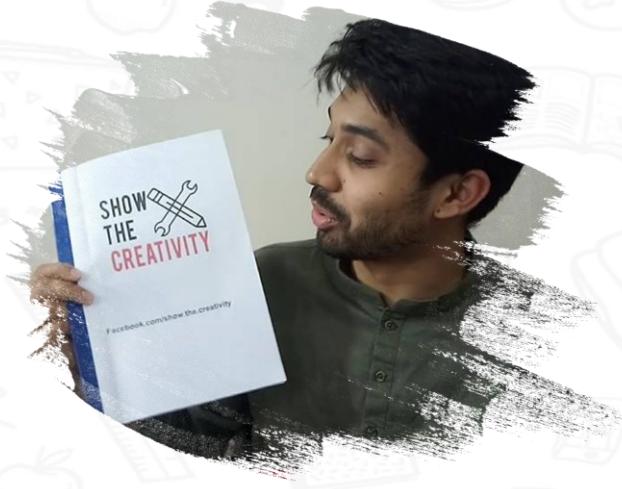


গেইমঃ ০২

কিভাবে বৃত্তি তার লক্ষ্যে
পৌঁছাতে পারবে? রাস্তা বের
করে সাহায্য করো তাকে।



ପ୍ରିୟ ମୁଖ



“আয়মান সাদিক”

ক্রিয়েটিভ মানুষদের প্রাধান্য দেয় শো দ্যা ক্রিয়েটিভিটি সব সময়, আর এই ক্ষেত্রে যে সকল মানুষ কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রাধান্য আরো বেশি। সে রকম ই একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ হলেন আমাদের সবার প্রিয় আয়মান সাদিক।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন স্কুল, **10 Minute School** এর প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তিনি বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় তিনি লক্ষেরও অধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করে চলেছেন। অনলাইন ব্যবহাকে ব্যবহার করে তিনি দেশের পাঠদান পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করেছেন- যার প্রতিদান স্বরূপ তিনি সুনাম কুড়িয়েছেন নিজের তথা নিজের স্বদেশের জন্য, অর্জন করেছেন অসংখ্য মর্যাদাপূর্ণ প্রুরুষকার। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের নিকট থেকে প্রাপ্ত Queen's Young Leader পুরষকার। ২০১৮ সালে তিনি বিশ্বের খ্যাতনামা ম্যাগাজিন ফোর্বসের 30 Under 30 তালিকার অন্তর্ভুক্ত হন। এছাড়াও তিনি একই বছর থেকে প্রতিবছর বইমেলাতে কিছু বই নিয়ে আসেন যা বেস্টসেলার বইগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর ভিডিও দেখছে অনলাইনে।

শো দ্যা ক্রিয়েটিভিটি এর অগ্রযাত্রায় তিনি সহযোগী এবং অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের অগ্রযাত্রায় আমাদের জন্যে তাঁর মূল্যবান সময় থেকে ভিডিও বানিয়ে দিয়ে তিনি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মের সাথে সবাইকে যুক্ত হতে আহ্বান করেছেন। এই প্ল্যাটফর্মের অগ্রগমনের পেছনে তাঁর অবদান সব সময় অনুপ্রেরণাপ্রদর্শন। আগামী দিনের পথপরিক্রমাতেও আমরা তাঁকে এভাবেই আমাদের পাশে পাবো বলে আশাবাদী। আমরা শো দ্যা ক্রিয়েটিভিটি পরিবার তাঁর এবং তাঁর পরিবারের উত্তোরন্তর সম্মতি কামনা করি। সেই সাথে তাঁর ভিডিও দেখে যেন আরো অনেক বেশি মানুষ উপকৃত হতে পারে সেই কামনা ব্যক্ত করি।

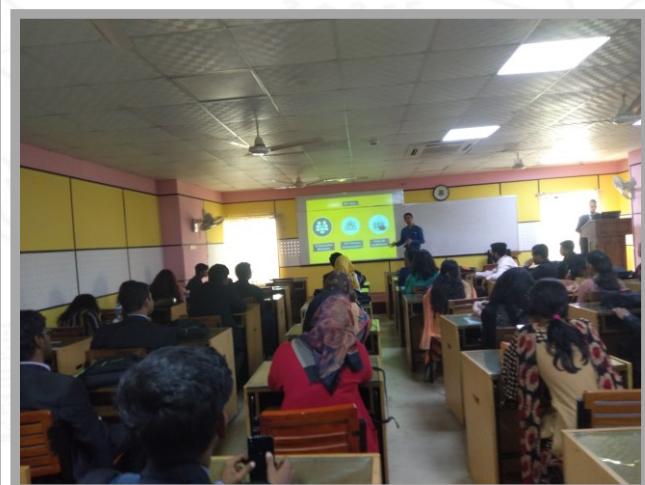
- মোঃ এহসানুল হক
- বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)
- এক্সিকিউটিভ মেম্বার, শো দ্যা ক্রিয়েটিভিটি

এক নজর









সমাপ্ত